Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 28, 1433 Bangla, June 11, 2026, Thursday, No. 156, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has informed that government has taken initiative to launch 'e-Health Card' programme on pilot basis in country's five districts. [R. Today: 26]

Prime Minister has stressed on ensuring efficiency and accountability in administrative activities. [R. Today: 26]

Tarique Rahman has announced that an investor will be provided with 1.5 percent consultancy fee or commission for bringing foreign investment into Bangladesh. [Jago FM: 15]

Government has taken steps to upgrade all existing 50-bed upazila health complexes across country to 101-bed. [Jago FM: 23]

Education Minister has assured that government has no plans to scrap Bangla, History & Philosophy subject from honours level. [R. Today: 27]

Liberation War Affairs Minister has warned that Legal action will be taken against fake freedom fighters, now are fraudulently enjoing state benefits. [Jago FM: 20]

Eight more children have died from measles-like symptoms in country. [DW: 13]

BGB has detained 490 citizens of Bangladesh, India, and Myanmar for illegally crossing border in last month. [Jago FM: 18]

U.S. President Donald Trump has said Tehran has taken long time to negotiate a deal to end war. [BBC: 12]

Pakistan has launched deadly air strikes along its border with Afghanistan, killing 13 people. [BBC: 12]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ২৮, বাংলা ১৪৩৩, জুন ১১, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ১৫৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের ৫ জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে 'ই-হেলথ কার্ড, চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। [রে. টুডে: ২৬]

প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে ---বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। [রে. টুডে: ২৬]

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারলে বিনিয়োগের এক দশমিক ৫ শতাংশ পরামর্শক ফি বা কমিশন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৫]

দেশের সব উপজেলা পর্যায়ের ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । [জাগো এফএম: ২৩]

অনার্স কোর্স থেকে বাংলা , দর্শন ও ইতিহাসের মতো মৌলিক বিষয়গুলো বাদ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই সরকারের, জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। [রে. টুডে: ২৭]

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে --বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী । [জাগো এফএম: ২০]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও আট শিশুর মৃত্যু। [ডয়চে ভেলে: ১৩]

গত মাসে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে বাংলাদেশ , ভারত ও মিয়ানমারের ৪৯০ জন নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। [জাগো এফএম: ১৮]

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে অনেক বেশি সময়ক্ষেপণ করেছে ইরান এবং দেশটিকে এর খেসারত দিতে হবে। [বিবিসি: ১২]

আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানের বিমান হামলায় ১৩ জনের প্রাণহানি । [বিবিসি: ১২]

বিবিসি

বিরোধী এমপিদের এলাকায় উন্নয়ন তদারকিতে নারী এমপিদের দায়িত্ব, ব্যাখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনি এলাকায় সরকার দলীয় নারী সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বুধবার সংসদ অধিবেশনে ঢাকা-১৪ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য মীর আহমাদ বিন কাসেম এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সরকার দলীয় নারী এমপিদের বিরোধী দলের এমপিদের এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকি এবং জিও লেটার ইস্যুর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সংসদ সদস্যের প্রশ্ন, "এই তথ্য থেকে আমাদের মনে হচ্ছে, তাদেরকে এই কাজ কি এইজন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমরা যারা বিরোধীদলীয় এমপি আছি, আমাদের এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমাদের কোনো হাত থাকবে না?„ এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আপনি বোধহয় জানেন, আমাদের বা আপনাদের দল থেকে যে-সব নারী সদস্যকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, সংবিধানে বা আইনে নির্দিষ্টভাবে তাদের কোনো আসন নেই।„ সে কারণেই "খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক কাঠামো আছে, তার ভিত্তিতে আমরা দলীয় অবস্থান থেকে তাদের জন্য কিছু জায়গা নির্দিষ্ট করেছি যে, তারা কোথায় কোথায় কাজ করবে।„ এরপর প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার নির্বাচনি এলাকায় আপনার সম্পূর্ণ হক আছে যে, আপনি আপনার এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে কীভাবে ভূমিকা রাখতে চান। কিন্তু যেহেতু এই সংসদ এই নারী নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করেছে, সেহেতু খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদেরও একই রকমভাবে হক আছে।„ সেই চিন্তা থেকেই "সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে„ এগোচ্ছি বলে জানান তিনি। তিনি বিরোধী দলের এমপিদের আশ্বস্ত করে বলেন, "আপনার এলাকার উন্নয়নে যদি আমার কোনো সহযোগিতা করা লাগে, আপনি জানাবেন, আমি সরাসরি সহযোগিতার চেষ্টা করবো।„ উল্লেখ্য, জিও লেটার বা গভ. অর্ডার লেটার হলো কোনো জনপ্রতিনিধি (এমপি, মন্ত্রী বা অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কর্তৃক সরকারি দপ্তরের কাছে দেওয়া একটি সুপারিশ বা অনুমোদনপত্র। সাধারণত কোনো এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প, রাস্তা-মেরামত, স্কুল-কলেজের অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বা অন্যান্য সরকারি সুবিধা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির জিও লেটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

সাইবার সুরক্ষা আইনে কন্টেন্ট অপসারণসহ কী পরিবর্তন আসছে?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সাইবার স্পেসে বিভিন্ন ধরনের গুজব, মানহানিকর ও ভুয়া কনটেন্ট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে কোনো বিভ্রান্তিকর ভিডিও, অডিও এবং ছবি তৈরি ঠেকাতে সাইবার সুরক্ষা আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি সরকার। সোমবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের বিস্তার রোধে সাইবার সুরক্ষা আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটাসহ আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে ক্ষতিকর কনটেন্ট অপসারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করার বিধানও আইনে আনা হবে। সোমবার জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে এ নিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্য সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য হেলেন জেরিন খানের একটি প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩ রহিত করে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন অধ্যাদেশ জারি করে। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটি আইন আকারে পাস হয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপতথ্য ছড়ানো ও মানহানিকর কনটেন্ট তৈরির পরিমাণ বাড়লেও নতুন এই আইনে এই ধরনের অপরাধের শাস্তির বিধান নেই। যে কারণে এসব অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছে না। অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে এই আইনটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

আইন সংশোধন নিয়ে সরকারের ব্যাখ্যা

গত রোববার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। সোমবার সরকারদলীয় সংসদ সদস্য হেলেন জেরিন খান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া আইডি, বট নেটওয়ার্ক, এআই দিয়ে তৈরি ভুয়া কনটেন্ট, নারী ও শিশুদের অনলাইনে হয়রানি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিষয়টি সংসদে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুকে ভুয়া পরিচয়ে অসংখ্য অ্যাকাউন্ট ও পেজ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া এআই ব্যবহার করে ভুয়া ছবি, ভিডিও ও অডিও তৈরি করে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের এই প্রশ্নের পরই এটি নিয়ে জবাব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বলেন, "কিছুদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশের

সরকারের প্রধান তার স্ত্রী, তার কন্যা, আমার স্ত্রী, কন্যা এবং অনেকের স্ত্রী ও কন্যা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অথবা প্রতিপক্ষ বিবেচনায় যে সমস্ত কন্টেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ভার্চুয়াল মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে।„ "স্বাধীনতার নামে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে যে-সব কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, সেটা আসলেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কি না, সেটা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা দরকার,„ যোগ করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভার্চুয়াল মিডিয়া এবং অনলাইনভিত্তিক সব প্ল্যাটফর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে 'সাইবার স্পেস'-এর নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে সাইবার সুরক্ষা আইন সংশোধনের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান, সংশোধিত আইনে গুজব, অপতথ্য, মানহানি এবং বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে। একইসঙ্গে এ ধরনের কনটেন্ট তৈরি ও প্রচার প্রতিরোধে নতুন শাস্তির বিধান সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অপমানজনক, বিরক্তিকর ও মানহানিকর কনটেন্ট তৈরির প্রবণতা উদ্‌বেগজনক হারে বাড়ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে আরো কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট দ্রুত অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য নতুন বিধান আনা হবে।„ সাইবার স্পেসের সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভার্চুয়াল মিডিয়াসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে আইনের আওতায় আনা হবে। এ বিষয়ে আইনি সংস্কারে ড্রাফটে হাত দিয়েছি। আমি জানতাম না, আজকে এই প্রশ্নটা এখানে আসবে।„

অপসারণ করা যাবে কন্টেন্ট?

গত কয়েক মাসে বিশেষ করে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার করতে দেখা গেছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, আগের সাইবার সুরক্ষা আইন পরবর্তীতে সাইবার নিরাপত্তা আইনে পরিণত হলেও বর্তমান আইনে ভুয়া তথ্য, মানহানিকর কন্টেন্ট ও ছবি তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করলেও তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি বিভাগের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সৈয়দ হারুন অর রশীদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বর্তমান আইনে এ সংক্রান্ত যে ধারাগুলো রয়েছে, সেখানে ভুয়া ও মানহানিকর কন্টেন্টের কোনো অভিযোগ আসলে সেগুলো নিয়ে আমরা বিটিআরসিতে লিখি। বিটিআরসি সেগুলো ডাউন করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে।„ তার কাছে প্রশ্ন ছিল, এই ধরনের কন্টেন্টগুলো কি শুধুই ডাউন করা যায়? নাকি সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলা যায়? এর জবাবে এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, এ নিয়ে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ মেটার সাথে কোনো ধরনের সমঝোতা বা চুক্তি না থাকার কারণে এ নিয়ে খুব একটা সাড়া দেয় না মেটা কর্তৃপক্ষ। যে কারণে এসব কন্টেন্ট ফেসবুক ইউটিউব থেকে সব সময় সরানোও যায় না। সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা বিবিসি বাংলাকে বলেন, "চাইল্ড পর্নোগ্রাফি, সেক্সটর্শন কিংবা জঙ্গিবাদের মতো বিষয়গুলো নিয়ে যখন কোনো অভিযোগ মেটা কর্তৃপক্ষের কাছে যায়, তখন তারা এ সংক্রান্ত কন্টেন্ট অপসারণে গুরুত্ব দেয়। এর বাইরে অন্য কন্টেন্ট নিয়ে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায় না।„ সোমবার জাতীয় সংসদে হেলেন জেরিন খান সম্পূরক একটি প্রশ্নে জানতে চান মেটাসহ আন্তর্জাতিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেবে কি না? এর জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাংলাদেশের আইনে এখনো এমন বিধান নেই, যার মাধ্যমে মেটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কনটেন্ট সরাতে বাধ্য করা যায়। মি. আহমদ বলেন, "বিটিআরসি বা অন্য কর্তৃপক্ষ মেটাকে অনুরোধ পাঠালেও তারা অনেক সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেয় না। তারা বলে, তোমাদের তো আইনটা ঠিকমতো নাই। সুতরাং আইনি কভার না থাকলে সেটা প্রেসার দেওয়া যায় না।„ তিনি জানান, নতুন সংশোধনে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সমন্বয়, সময়সীমাভিত্তিক কনটেন্ট অপসারণ এবং রিপোর্ট করা কনটেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়া কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করার বিধান থাকবে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে প্রশ্ন

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, সাইবার নিরাপত্তা আইনে এই ধরনের কন্টেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং সেগুলোকে সরিয়ে ফেলাসহ অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়গুলো যুক্ত হবে সংশোধিত আইনে। এর আগে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে এই আইনটি যখন অধ্যাদেশ আকারে তৈরি করা হয়েছিল, তখনও এ নিয়ে মেটা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল বলে জানান সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষক তানভীর হাসান জোহা। তিনি বলেন, "নির্বাচিত সরকার না হওয়ায় তখন মেটা কর্তৃপক্ষ সেই সরকারের সাথে কোনো ধরনের চুক্তিতে রাজি হয়নি। যে কারণে ফেসবুকে এ ধরনের মানহানি কন্টেন্টের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের চুক্তিও করা যায়নি।„ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মেটা কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন দেশের এক ধরনের চুক্তি হয়। যেটিকে এমল্যাট বা মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স ট্রিটি বলা হয়। যে-সব দেশের সাথে এই চুক্তিটি থাকে, তাদের ক্ষেত্রে মেটা কর্তৃপক্ষ তাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কোনো ধরনের অপরাধ সংগঠিত করলে সেই অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করবে, এমনকি সে সব কন্টেন্ট

সরিয়েও ফেলতে পারে। তবে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ সরকার এই আইনটি সংশোধন করার পর যদি ফেসবুক বা মেটা কর্তৃপক্ষের সাথে এমল্যাট করা হয়, তখন অন্য অপরাধের তথ্য সরবরাহ ও কন্টেন্ট সরিয়ে ফেললেও রাজনৈতিক কন্টেন্ট সরানোর ব্যাপারে নীতিমালা অনুযায়ী রাজি না-ও হতে পারে মেটা কর্তৃপক্ষ। সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারি দল কিংবা বিরোধী দল উভয়পক্ষই বিভিন্ন ধরনের গুজব অপপ্রচার চালাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সাইবার নিরাপত্তা আইনে সংশোধনের প্রয়োজন আছে। তবে এর রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন আছে তাদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বিএম মইনুল হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের দেশে অনেক সময় বিরোধী দল বা বিরোধী মতকে দমানোর জন্য এই ধরনের চুক্তি বা আইন করার মধ্যদিয়ে তার সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। যেটা ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন। যে কারণে এই আইনের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধের নিশ্চয়তাও নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক মাধ্যমগুলোকেও তার ব্যবহারকারীর সুরক্ষার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

`পুশ-ইনের, বিরুদ্ধে জামায়াত-এনসিপি জোটের দুই দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা

সীমান্ত দিয়ে একের পর এক ভারত থেকে বাংলাদেশে `পুশ-ইন, বন্ধের দাবিতে দুইদিনের কর্মসূচি দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। আজ বুধবার ঢাকায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ জুন দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় মানববন্ধন এবং ১৫ জুন ঢাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, `পুশ-ইন, বন্ধে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিয়ে বিতর্কের মামলা থেকে খালাস পেলেন ক্রিকেটার নাসির ও তার স্ত্রী তামিমা

ব্যভিচার ও মানহানির অভিযোগে মামলায় জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাসির হোসেন ও তার স্ত্রী তামিমা সুলতানাকে খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এ রায় দেন। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। রায় ঘোষণা উপলক্ষ্যে নাসির ও তামিমা আজ আদালতে হাজির হন। মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তামিমা সুলতানা তার সাবেক স্বামী রাকিবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক চলমান অবস্থাতেই নাসির হোসেনকে বিয়ে করেছেন, যা ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী অবৈধ। ওই অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয় যে, নাসির হোসেন তামিমা সুলতানাকে `প্রলুব্ধ, করেছেন। রায়ের পর আদালতে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে নাসির হোসেন ও তামিমা সুলতানার পক্ষের আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলু বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের খালাস দিয়েছেন। বাদী রাকিব হাসানের আইনজীবী ইশরাত হাসান সাংবাদিকদের বলেন, এই রায়ে বাদীপক্ষ `সংক্ষুব্ধ, ও তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। চার বছর আগে ২০২১ সালে বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাসির হোসেন ও তার স্ত্রী তামিমা সুলতানার বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই মামলা করেছিলেন রাকিব হাসান। মি. হাসান তামিমা সুলতানার সাবেক স্বামী। বাদীর অভিযোগ ছিল, তামিমা সুলতানা তার সাথে বিবাহবিচ্ছেদ না করেই নাসির হোসেনকে বিয়ে করেছেন। মামলার আবেদনে বলা হয়েছিল রাকিব হাসান ও তামিমা সুলতানা ২০১১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিন লাখ এক টাকা দেনমোহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাদের ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয় যার বয়স এখন আট বছর। ২০২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নাসির হোসেন ও পেশায় কেবিন ক্রু তামিমা সুলতানার বিয়ের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা বাদীর নজরে আসে বলে উল্লেখ করা হয় মামলার আবেদনে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

কুয়াকাটা ও সলিমপুরে 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' ঘোষণা কেন

বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা এবং চট্টগ্রামের সলিমপুর কাট্টলি সমুদ্র সৈকত এলাকায় 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য অধিদফতরের ব্লু ইকোনমি বিভাগ ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি সামুদ্রিক জীববৈচিত্র সংরক্ষণে এবং সমুদ্র সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য দারুণ সহায়ক হবে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ নিয়ে এখন বাংলাদেশের সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকার সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়টিতে, যার ফলে দেশের সমুদ্রসীমার দশ শতাংশ এলাকা সংরক্ষিত করার যে বাধ্যবাধকতা রিও কনভেনশনে বলা হয়েছিল তা পূরণ হলো। প্রসঙ্গত, পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে জাতিসংঘের তিনটি কনভেনশন বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এগুলো রিও কনভেনশন হিসেবে পরিচিত। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 'ধরিত্রী সম্মেলন'-এ এগুলো গৃহীত হয়েছিল। সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ অনুযায়ী, সরকার বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার মধ্যে যে-সব এলাকায় জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সংকটাপন্ন বা বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে আছে যে-সব এলাকা কিংবা যে-সব এলাকায় সামুদ্রিক জলজ জীব ক্রমহ্রাসমান পর্যায়ে আছে, সেসব এলাকাকে

'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' ঘোষণা করতে পারে। একই সাথে এই আইন অনুযায়ী, সরকার সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রে, আবাসস্থলের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ও গবেষণা কর্মের প্রসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে। "কুয়াকাটা ও সলিমপুরে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা হয়েছে। এখন আমরা এসব এলাকা নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সেগুলো বাস্তবায়নের দিকে যাবো,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের ব্লু-ইকোনমি বিভাগের উপ-পরিচালক ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী। কুয়াকাটা ও সলিমপুর সামুদ্রিক এলাকায় গবেষণা করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওশনোগ্রাফি বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. সুব্রত সরকার। ওই দুটি এলাকা নিয়ে যে টেকনিক্যাল কমিটি করা হয়েছিল মি. সরকার তারও সদস্য।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা মাছসহ সেখানকার সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।„

কুয়াকাটা ও সলিমপুরের কোথায় সংরক্ষিত এলাকা এবং কেন

কুয়াকাটা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে সরকার যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, সংরক্ষিত এলাকাটি হবে কুয়াকাটা সংলগ্ন উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা এবং এই জলসীমার পরিমাণ ৪ হাজার ২৪০ বর্গকিলোমিটার। সেখানে জলসীমার গভীরতা প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত। এলাকাটি উত্তরে তেঁতুলিয়া নদী, গলাচিপা নদী ও আন্ধারমানিক নদীর মুখে অবস্থিত আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এর পূর্ব দিকে আছে নিঝুম দ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা আর পশ্চিম দিকে আছে সোয়াচ অব নো-গ্রাউন্ড সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা। অন্যদিকে সলিমপুর সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার অবস্থান হলো চট্টগ্রাম জেলার গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত হতে সলিমপুর কাট্টলি সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায়। এই জলসীমার আয়তন প্রায় ১৮৫ বর্গকিলোমিটার এবং সেখানে পানির গভীরতা প্রায় দশ মিটার পর্যন্ত। সলিমপুরের যে এলাকাটিকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, তার উত্তরে সীতাকুণ্ড ও গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত ও সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল। আর দক্ষিণে সলিমপুর কাট্টলি সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর। অন্যদিকে এলাকাটি পূর্বে অনিয়মিত তটরেখা এবং ইন্টারটাইডাল অঞ্চল। আর পশ্চিমে আছে সন্দ্বীপ ও সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর এলাকা।

ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী বলছেন, কুয়াকাটার সামুদ্রিক এলাকায় সব ধরনের মৎস্য প্রজাতির বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র আছে আর সলিমপুর সামুদ্রিক এলাকায় লবণাক্ত জলাভূমি বাস্তুতন্ত্র ও এর ওপর নির্ভরশীল জীববৈচিত্র্য আছে। তিনি বলছেন, "সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করা হবে যে-কোনো সময়ে মাছ ধরা হবে। যেগুলো বিলুপ্ত হবে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তবে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে না। সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে জেলেদের মোটিভেট করা হবে।„ ড. সুব্রত সরকার বলছেন, "কুয়াকাটা চেওয়া মাছ, পাঙ্গাস, তপসে, রিটা ও ইলিশের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। এটি ইলিশ মাছের অন্যতম প্রধান প্রজননক্ষেত্র। এছাড়া কুয়াকাটা উপকূল লাল কাঁকড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল (হটস্পট) হিসেবে পরিচিত।„ তবে গবেষণায় দেখা গেছে চেওয়া ও পাঙ্গাসসহ কিছু প্রজাতির মাছ ধরার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। পাশাপাশি টেকসই নয় এমন পদ্ধতিতে মাছ ধরার কারণে ধরা পড়ছে পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রজাতি। এর মধ্যে রয়েছে- পূর্ণবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক গিটারফিশ, হাতুড়ি হাঙর, করাত মাছ, বিভিন্ন প্রজাতির হাঙর ও স্টিংরে। অন্যদিকে সলিমপুর সামুদ্রিক এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মলাস্ক (শামুক-ঝিনুকজাতীয় প্রাণী), কাঁকড়া, হর্স শু কাঁকড়া, বেন্থোস (তলদেশবাসী জীব), উপকূলীয় পাখি আছে। এটি জলজ প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন ও বাচ্চা প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। মি. সরকার বলছেন, কুয়াকাটা ও সলিমপুরের কোথায় মাছ ধরা হয় এবং কী ধরনের মাছ ধরা পড়ে সেগুলো নিয়ে প্রায় দু-বছর ধরে জরিপ ও গবেষণা করে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। "দেখা যাচ্ছে, ডলফিন তিমি মারা যাচ্ছে। কোথাও কোথায় মাছের ব্রিডিং জোন আছে। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকা হলে জেলেদের বিকল্প আয়ের উৎস কী হবে। জীবনযাত্রা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সব কিছুর বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন সুব্রত সরকার।

দেশে মোট সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা কয়টি

ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী বলছেন দেশে এখন মোট ছয়টি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা আছে, যার কোনোটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আবার কোনোটি ঘোষণা করেছে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়। এগুলো হলো- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, নিঝুম দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন, নাফ মোহনা, কুয়াকাটা ও সলিমপুর। এর মধ্যে একমাত্র সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যেখানে ২০১৪ সালে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ১ হাজার ৭৩৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। এখানে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবাসস্থল আছে। টেকনাফ সংলগ্ন নাফ মোহনার জলভাগের একটি এলাকাকে ২০২৪ সালের জুনে 'নাফ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা'

ঘোষণা করেছিল সরকার। কর্মকর্তারা তখন বলেছিলেন যে, বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ২৭টি প্রজাতির মাছের পোনার বিচরণ ক্ষেত্র এটি। এর আগে, ২০২২ সালে সমুদ্র সম্পদের টেকসই আহরণের উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরের ১ হাজার ৭৪৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে 'সেন্ট মার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল সরকার। এছাড়া, ২০১৯ সালে নিঝুম দ্বীপ অর্থাৎ নোয়াখালীর হাতিয়া থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে এ দ্বীপ ও সংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করেছিল সরকার। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের মিডলগ্রাউন্ড মৎস্যক্ষেত্রের একটি ঘোষিত মেরিন রিজার্ভ এলাকা আছে, যার আয়তন প্রায় ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার। মাছের প্রজনন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে এই মেরিন রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ড. তানভীর হোসেন চৌধুরী।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

কাল সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য জাতীয় বাজেট আগামীকাল ১১ জুন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবেন। প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য আকার ধরা হয়েছে নয় লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা, বলা হচ্ছে এটিই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো বাজেট। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ের পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের এটি প্রথম বাজেট। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, `অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ : ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির পথে বাংলাদেশ, প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে অবকাঠামো উন্নয়নের তুলনায় মানবসম্পদ উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আসন্ন বাজেটে উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলে ২২৫ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য দুই হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের প্রস্তাব থাকতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামোর আংশিক বাস্তবায়নের ঘোষণাও আসতে পারে। এছাড়া, ২৫ লাখ নাগরিকের জন্য `ই-হেলথ কার্ড, কর্মসূচি চালুর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ বেশ কয়েকটি নতুন কর্মসূচি যুক্ত করার পাশাপাশি বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানো হতে পারে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

রাতের মধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়ের পূর্বাভাস

আজ রাতের মধ্যে ঢাকাসহ বাংলাদেশের মোট ১২টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। বুধবার দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য দেওয়া সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিকাল ৩টা থেকে দিবাগত রাত ১টা পর্যন্ত এ অবস্থা থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওই সময়ের মধ্যে রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি ও বজ্রসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। একই সাথে, এসব এলাকার নদীবন্দরকে এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতেও বলা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

ঢাকায় দুই বাসের চাপায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় দুই বাসের চাপায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। শাহবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, নিহত ওই ব্যক্তি বাসে ওঠার সময় দুই বাসের মাঝে চাপা পড়েছেন। তখন তিনি গুরুতর আহত হন। এরপর তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বাস দুটোকে আটক করা হলেও এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হননি। এছাড়া, এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় কোনো মামলাও দায়ের হয়নি বলে জানিয়েছেন ওসি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক

চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে চলমান অস্থিরতার মধ্যেই ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসালো বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। ওই বার্তা অনুযায়ী, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১- অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. আশরাফুল আলমকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণ, আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং বৃহত্তর জনস্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পর্যবেক্ষক হিসেবে মো.

আশ্রাফুল আলম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন এবং ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাবেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

বিশেষ অভিযানে ৪০ দিনে ১৮ হাজারের বেশি গ্রেফতার

পুলিশের বিশেষ অভিযানে গত পহেলা মে থেকে এ পর্যন্ত দেশব্যাপী ১৮ হাজার ৩২৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। আজ বুধবার বাংলাদেশ পুলিশের প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী, পরিকল্পনাকারী ও সহযোগী হিসেবে এক হাজার ৯৫৮ জন, অবৈধ অস্ত্রধারী ৩৩১ জন, চোরাকারবারী ও মাদক ব্যবসায়ী ১৩ হাজার ২০ জন, ছিনতাইকারী ও দস্যুতা-ডাকাতির সঙ্গে জড়িত দুই হাজার ২১১ জন এবং চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী ৮০৮ জন রয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

আওয়ামী লীগ নেতাদের স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে?

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর স্থানীয় সরকার নির্বাচনেরও প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বা ইসি। এই নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচনি বিধিমালায়ও কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বুধবার সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে ইসি। দলীয় প্রতীক ছাড়া এই নির্বাচন আয়োজনে ইসির পক্ষ থেকে যে বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হলে যে কেউ অংশ নিতে পারবে এই নির্বাচনে। এই বিধিমালা পাস হলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ যে-কোনো দলের কর্মী সমর্থকরা অংশ নিতে পারবে নির্বাচনে। এই বিধিমালা প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, কোনো দল বাদ দেওয়ার মতো কোনো বিধান আচরণবিধিতে রাখা হয়নি। প্রার্থী হওয়ার যোগ্য যে কেউ অংশ নিতে পারবেন নির্বাচনে। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নির্দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনে সংসদে আইন পাসের পর প্রথমেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বিধিমালায় পরিবর্তন আনতে বেশ কিছু নতুন প্রস্তাবনা আনা হয়েছিল। সেখানে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই, এই মর্মে ইসির তৈরি করা অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর দেওয়ার বিধানও প্রস্তাবনায় রাখা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদের পর পৌরসভা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন নির্বাচনেরও বিধিমালা চূড়ান্ত করা হবে নতুন আইন অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতায় একই বিধান বহাল রাখা হবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার এ নিয়ে সচিবালয়ে একটি ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান জানান, আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে শর্ত মানলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অংশ নিতে পারবেন।

কী থাকছে নতুন বিধিমালায়?

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো নির্দলীয় প্রতীকে। সেই সময় থেকে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো নির্দলীয়ভাবে। ২০১৫ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনে। এরপর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচনই দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২৫ সালে চারটি পৃথক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও উপজেলা নির্বাচন সংক্রান্ত চারটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। যার মাধ্যমে দলীয় প্রতীক ও দলীয় মনোনয়নে স্থানীয় নির্বাচনের বিধান বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে একই বিধান বহাল রেখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে বিল পাস হলে নির্দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান চালু হয়। ওই আইন অনুযায়ী, নতুন করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের জন্য আলাদা আলাদা বিধিমালা প্রস্তুতের কাজ শুরু করে ইসি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রথম ধাপেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আচরণবিধিতে সংশোধন আনতে একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিটির প্রধান আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিবিসি বাংলাকে জানান, নতুন বিধিমালায় 'প্রার্থীদের জামানতের পরিমাণ বাড়বে, অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে না, স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক শতাংশ সমর্থনের বিধান থাকছে না। এছাড়াও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যবহার করা যাবে না পোস্টার। আগে ইভিএম'র মাধ্যমে ভোট হলেও নতুন বিধিমালায় তা বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনার মি. মাছউদ বলেন, নতুন যে বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানে ইভিএমের ব্যবহারও থাকছে না এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানেরও সুযোগ থাকছে না।„ এই নির্বাচন কমিশনার জানান, নতুন খসড়া বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। পরে এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়া হবে এবং আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে ভেটিংয়ের জন্য। পরে চূড়ান্ত করা হবে বিধিমালা।

অংশ নিতে পারবে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা

আগামী অগাস্টে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচনের কর্মযজ্ঞ শুরু করতে সবার আগে স্থানীয় সরকারের এই স্তরের জন্য আচরণ বিধিমালার কাজ চূড়ান্ত করা হয়। ইসি জানিয়েছে, আগস্টেই ইউনিয়ন পরিষদ

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন ইসির সাবেক কর্মকর্তা জেসমিন টুলী। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়ার বিষয়টি তাদের প্রস্তাবনাতেই ছিল। সেটিই আইন আকারে পাস হওয়ার পর এখন বিধিমালায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।„ প্রথমে ইসির কর্মকর্তারা যে খসড়া প্রস্তাবনাটি করেছিল, সেখানে একটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছিল যে, নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই- এই মর্মে ইসির তৈরি করা অঙ্গীকারনামায় সই দিতে হবে। তবে, কয়েক দফা বৈঠকের পর বুধবার যে বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে, সেখানে এমন কোনো বিষয় রাখা হয়নি বলে জানান কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গত সংসদ নির্বাচন যেহেতু একটা ঘটনার প্রেক্ষাপটে হয়েছিল, আমরা রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলাম আচরণবিধি মানার বিষয়গুলো। তবে এই নির্বাচনে আলাদা করে কোনো অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করতে হবে না।„ "তবে, হলফনামায় একটি বিষয় যুক্ত করা হবে, সেখানে শুধুমাত্র একটি অঙ্গীকারই থাকবে যে, যারাই প্রার্থী হবেন, তারা আচরণবিধি মেনে চলবেন,„ যোগ করেন তিনি। ইসির নিবন্ধন স্থগিত থাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারেনি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা চাইলে কী অংশ নিতে পারবে, নাকি আইনি কোনো বাধা থাকবে- এমন প্রশ্ন ছিল এই কমিশনারের কাছে। জবাবে মি. মাছউদ বলেছেন, "এটি আমরা দেখবো না, সে কোন দল করে। যদি সে ওই পদে নির্বাচনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। এমনকি তিনি হিন্দু না মুসলমান, ছেলে না মেয়ে, কোন দল করেন, নাকি করেন না- সেটি আমরা দেখবো না।„ তিনি জানান, একজন প্রার্থী হওয়ার যে-সব যোগ্যতা আছে, সেটি যদি থাকে, তাহলে সে যে দলেরই হোক, তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। মঙ্গলবার সচিবালয়ের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানও বলেছেন, "একজন ব্যক্তি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান, তিনি যদি আওয়ামী লীগের হয়েও নির্দলীয় থাকেন, তা-ও পারবেন। কারণ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়, এখানে কেউই দলের কথা বলবেন না।„

'বদলে যেতে পারে ভোটের সমীকরণ'

নির্বাচন কমিশন বলছে, প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ তারপর পৌরসভা এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগও বলছে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের দলের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে দলীয় নেতা-কর্মীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। আত্মগোপনে থাকা দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "আমাদের দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা নেতা-কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়।„ তিনি বলেন, "কর্মী সমর্থকদের মধ্যে থেকে এই নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি আছে। অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলোর সাথেও আমাদের আলাপ-আলোচনা চলছে। কর্মী সমর্থকদের মধ্যে থেকে আমাদের প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি চলছে।„ তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষেধাজ্ঞা সিদ্ধান্ত তুলে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা না হলেও এরই মধ্যে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা পোস্টার, ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়ে অনানুষ্ঠানিক প্রচারণাও শুরু করেছে। কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে গত ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞার অধ্যাদেশটি সংসদে আইন আকারে পাস হয়। নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলে এবার ভোটের হিসাব-নিকাশও বদলে যেতে পারে। নির্বাচন বিশ্লেষক আব্দুল আলীম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটাররা তাদের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেনি। যে কারণে তারা অন্য দলের দিকে ধাবিত হলেও এবার তারা নিজেদের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে। এতে বদলে যেতে পারে ভোটের সমীকরণ।„ তার মতে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নির্দলীয় প্রতীকে হলেও শেষ পর্যন্ত সেটি নির্দলীয় থাকে না। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন দলীয় রূপই নেয়। মি. আলীম বলছিলেন, "এই নির্বাচন আওয়ামী লীগের জন্য একটা বড়ো সুযোগ। যদি আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারে, সেক্ষেত্রে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের জন্য রাজনীতিতে একটা কামব্যাকের একটা বড়ো সুযোগ তৈরি হবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

ইসলামী ব্যাংক নিয়ে রাজনৈতিক ইন্ধনের অভিযোগসহ সামনে আসছে যে-সব বিষয়

কিছুদিনের ঘটনাপ্রবাহে দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে শুরু হওয়া অস্থিরতার বিষয় গড়িয়েছে জাতীয় সংসদেও। এমন প্রেক্ষাপটে ব্যাংকটিতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আন্দোলন এখনও চলছে। মাঠের কর্মসূচির পর এবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এদিকে, চলমান অস্থিরতার

মধ্যে ইসলামী ব্যাংক থেকে অনেক আমানতকারী তাদের অর্থ তুলে নিচ্ছেন, এমন অভিযোগ ওঠার পর তা ব্যাংকিং সেক্টরে উদ্‌বেগের জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার এ ইস্যুতে সংসদেও পালটাপালটি বক্তব্য দিয়েছে সরকার ও বিরোধী দল। বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাংকটির অতীত অনিয়ম এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নানা খতিয়ান সংসদে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, ব্যাংকটির শেয়ার প্রকৃত মালিকর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি তুলেছে সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী। এছাড়া, ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এরই মধ্যে দশ হাজার কোটি টাকার সহায়তাও চেয়েছে বলেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। সবশেষ বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে আলোচনায় ইসলামী ব্যাংকের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ব্যাংক খাতের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ বা এবিবি। ইসলামী ব্যাংক নিয়ে এই নানামুখী উত্তেজনা দেশের সাধারণ মানুষ এবং আর্থিক খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকিং খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আর্থিক খাত সংস্কারের বদলে একটি ব্যাংক নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ভালো উদাহরণ নয়। তবে, বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে রাজি হননি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

গ্রাহকেরা টাকা তুলে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ

ইসলামী ব্যাংক নিয়ে অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর অনেক আমানতকারী ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে যে, আন্দোলন শুরুর পর প্রথম চার কার্যদিবসে দুই হাজার ৫৭০ কোটি টাকা ব্যাংকটি থেকে উত্তোলন করা হয়েছে। প্রকাশিত খবরগুলোর সত্যমিথ্যা নিশ্চিত করেনি ইসলামী ব্যাংক। তবে, ব্যাংকটিতে কর্মরত একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসির কাছে দাবি করেছেন, নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের পর দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। "আমি ১৬ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকে কাজ করছি কিন্তু এত কম সময়ে এই পরিমাণ টাকা তুলে নেওয়া কখনও দেখিনি। গত কয়দিন আমরা গ্রাহকদেরকে শুধু টাকা দিয়েই যাচ্ছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এদিকে, গ্রাহকরা বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নেওয়ায় ইসলামী ব্যাংক বড়ো ধরনের তারল্য সংকটে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নগদ টাকার সংকট থাকায় ইতোমধ্যে ব্যাংকটির অনেক এটিএম বুথ বন্ধ রাখা হয়েছে বলেও জানা গেছে। বুথে গিয়ে টাকা তুলতে না পারার বিষয়টিও বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন ইসলামী ব্যাংকের একাধিক গ্রাহক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্যাংক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলছেন, "আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে দশ হাজার কোটি টাকা চেয়েছি। কিন্তু এখনও পাবো কিনা, এটা নিশ্চিত নয়।„ তবে, ইসলামী ব্যাংকের এই আবেদনের বিষয়েও বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ কথা বলতে রাজি হননি। এদিকে, চলমান পরিস্থিতিতে বুধবার ইসলামী ব্যাংকে একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এক বার্তায় জানানো হয়, ব্যাংকটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. আশরাফুল আলমকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংসদে বিতর্ক-উত্তেজনা

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে মাঠের অস্থিরতার পর এবার ইসলামী ব্যাংক ইস্যুতে সংসদে বিতর্কে জড়িয়েছে সরকার এবং বিরোধী দল। ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার প্রকৃত মালিকদের কাছে প্রত্যর্পণ এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় 'অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ বন্ধে' একটি নোটিশের ওপর মঙ্গলবার সংসদে আলোচনা হয়। সংসদের ৬৮ বিধি অনুযায়ী এই নোটিশ দেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। "জোরজবরদস্তি করে যাদের কাছ থেকে ব্যাংকটির শেয়ার ডাকাতি করা হয়েছিল,„ অবিলম্বে তাদের কাছে সেই শেয়ার ফিরিয়ে দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। এই নোটিশের ওপর আলোচনায় ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ইসলামী ব্যাংকে কী কী অনিয়ম হয়েছে, তার একটি তালিকা সংসদে তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, "নাবিল গ্রুপকে ৭০০ কোটি টাকার এলসির বিপরীতে লোন দেওয়া হয়েছে, পরে এই মালামাল বিক্রি করে ব্যাংকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। দুষ্টু লোকেরা বলে সেটা কোনো এক দলের নির্বাচনি তহবিলে গেছে।„ "একবার যেই ব্যাংক আজান দিয়ে, তকবিরে লিল্লাহ দিয়ে দখল করা হলো, সেই ব্যাংকের দখলটা বেদখল হয়ে যাবে। এই যাতনা তো আমরা বুঝি মাননীয় স্পিকার,„ বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস নামে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মি. আহমদ। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২২ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৫ আগস্টের পর নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে ১১ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ব্যাংক দখল করার পর নিয়ম বহির্ভূতভাবে নয় হাজার জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলেও দাবি করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। "ছয় হাজার নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, ১৩ হাজার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, যারা যেই ক্যাটাগরি থেকে প্রমোশন পেয়ে যে ক্যাটাগরিতে যাওয়ার কথা না, তিনটা করে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে- যাদের সবাই একটি রাজনৈতিক দলের মতাবলম্বী,„ বলেও দাবি করেন তিনি। এরপরে সংসদে কথা বলেন বিরোধীদলীয় ও জামায়াতে

ইসলামীর নেতা ডা. শফিকুর রহমান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মাধ্যমে জামায়াতকে বুঝিয়েছেন কিনা সেটি জানতে চান তিনি। মি. রহমান বলেন, "তিনি যে-সব অভিযোগ আনলেন কোনো একটা দলের দিকে ইঙ্গিত করে, একবারে নাম বলে দিলেই পারতেন যে, জামায়াতে ইসলামী। মাঝে মাঝে নেকাব খুলে দেওয়া ভালো, তো এটাও বলে দিতেন, নেকাব রাখলেন কেন উনি,, বলেন তিনি। অভিযোগটি প্রমাণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জও জানান বিরোধী দলীয় নেতা। "তিনি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এটা প্রমাণ করতে পারলে আমি একটা মেডেল দেব তাকে পার্সোনালি,, বলেন মি. রহমান। ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিষয়েও কথা বলেন ড. শফিকুর রহমান। তিনি দাবি করেন, অতীতে কোনো নিয়মনীতি না মেনে দশ হাজার কর্মীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কোনো পরীক্ষা ছাড়াই তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়। "সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে তাদেরকে আবার পরীক্ষায় আসার কথা বলা হয়েছিল যে, বিনা পরীক্ষায় আপনারা চাকরি নিয়েছেন মিনিমাম নিয়ম মেনে এবার চাকরিতে ফিরে আসেন। কিন্তু তারা আসেননি, বলেন মি. রহমান। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে একই ইস্যুতে কথা বলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, "একজন চেয়ারম্যানের মনোনয়নের কারণে গ্রাহকরা টাকা তুলে নিয়ে চলে যায়, এমন নজির বিশ্বে কোথাও নেই।„ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংককে ব্যর্থ করানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী। পয়েন্ট অব অর্ডারে ইসলামী ব্যাংক নিয়ে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবিও জানান বিরোধী দলীয় উপনেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তবে সংসদের নিয়ম বহির্ভূত হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক ইস্যুতে তার পয়েন্ট অব অর্ডার গ্রহণ করেননি স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

ইসলামী ব্যাংক দখল-পুনর্দখল

ইসলামী ব্যাংকের কর্তৃত্ব নিয়ে রাজনীতি নতুন নয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবের কবলে পড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক সময় জামায়াতে ইসলামীর আদর্শের ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আলোচিত শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের দখলে চলে যায়। ২০১৭ সাল থেকে দীর্ঘ সময় ধরে এস আলম গ্রুপ ব্যাংকের ৮২ শতাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে এবং নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে মামলাও করেছে দুদক। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কয়েক হাজার কর্মীকে চাকরিচ্যুত করার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, ওই সময় আবারও ব্যাংকটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমর্থকরা। নিজেদের মতো করে পর্ষদ সাজিয়েছিল তারা। ক্ষমতায় আসার পর এবার বিএনপি সরকার নিজের অনুগত ব্যক্তিদের দিয়ে ব্যাংকটি নতুন করে সাজাতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মূলত দখল এবং পাল্টা দখলের এই লড়াই থেকেই এখন বেসরকারি খাতের ব্যাংকটিতে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। অর্থনীতিবিদদের অনেকে মনে করেন, ক্ষমতায় আসার পর ব্যাংকটিকে এবার নিজেদের মতো সাজাতে চাইছে বিএনপি সরকার। মূলত এ কারণেই ব্যাংকটির দায়িত্বশীল পদগুলোতে আবারও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। গত মাসের ২৪ তারিখে তৎকালীন চেয়ারম্যান পদত্যাগের পর রাতারাতি নতুন চেয়ারম্যানকে নিয়োগে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। আর আগে থেকেই দেড় মাসের বাধ্যতামূলক ছুটিতে রয়েছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ঈদের ছুটি শেষে সোমবার ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানের কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এবার 'ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরাম'-এর ব্যানারে নতুন চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে একটি পক্ষ।

আন্দোলনের আড়ালে কী রাজনীতি?

ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে নানা আলোচনার মধ্যেই গত ২৪ মে আগের চেয়ারম্যান পদত্যাগের পর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মো. খুরশীদ আলমকে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ঈদের ছুটি শেষে নতুন চেয়ারম্যানের কাজে যোগ দেওয়ার দিনেই 'ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরাম'-এর ব্যানারে আন্দোলন শুরু করে একটি পক্ষ। ওইদিন ঢাকার মতিঝিলে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতেও জড়ায় তারা। সেদিন আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এরপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীরা বলছেন, নতুন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ব্যাংকটি আবারও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে, এই শঙ্কা থেকেই আন্দোলনে নেমেছেন তারা।

উল্লেখ্য ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের চাপের মুখে পদত্যাগ করেছিলেন ওই সময় ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্বে থাকা মি. খুরশীদ আলম। যদিও চেয়ারম্যান নিয়োগ বাতিল বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগ বাতিলের দাবিতে গ্রাহক পরিচয়ে আন্দোলনের বিষয়টি

নানা আলোচনা জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি সংসদে এই আন্দোলন নিয়ে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ইসলামী ব্যাংক নিয়ে চলমান আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ইন্ধন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। "যারা পর্দার আড়ালে থেকে গ্রাহক বলে রাস্তায় আন্দোলন করছে, ভিডিওটা দেখেন, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় দেখেন," সংসদে বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই আন্দোলনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রীও। তিনি বলেন, ব্যাংকের ভেতরে এবং বাইরে যে উগ্র কর্মসূচি পালন করা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য চেয়ারম্যানের পতন নয়, রাজনৈতিক। এ বিষয়ে বিরোধী দলীয় নেতা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংকটিকে ধ্বংস করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

আফগানিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানের বিমান হামলা, ফের উত্তেজনা বৃদ্ধি

আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রাণঘাতী বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। কয়েক মাসের তুলনামূলক শান্ত পরিস্থিতির পর এই হামলায় দুই দেশের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বুধবার পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আত্তাউল্লাহ তারার বলেন, "সতর্কভাবে পরিচালিত ওই হামলায় চারটি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়েছে এবং এতে মোট ২৬ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।" তবে এর আগে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার জানিয়েছিল, পাকিস্তানের হামলায় আফগানিস্তানের তিনটি প্রদেশে ১৩ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১১ জনই শিশু। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে যে, আফগানিস্তান এমন 'সন্ত্রাসীদের' আশ্রয় দিচ্ছে, যারা পাকিস্তানের ভেতরে হামলা চালায়। তবে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। গত বছর কয়েক সপ্তাহ ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে অনেক মানুষ নিহত হয়। এরপর গত অক্টোবর মাসে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আবার সীমান্ত সংঘর্ষে বড়ো ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটে। ফেব্রুয়ারির পর কয়েক মাস পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত ছিল। বুধবারের এই বিমান হামলার ফলে আবারও দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

চুক্তি করতে দেরি করার খেসারত দিতে হবে ইরানকে : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে অনেক বেশি সময়ক্ষেপণ করেছে ইরান এবং এখন ইরানকে এর খেসারত দিতে হবে। বুধবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, "ইরানের সামরিক বাহিনী এখন অগোছালো অবস্থায় আছে। তাদের নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর বড়ো অংশ এখন আর কার্যত নেই। তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।" তিনি আরও লেখেন, "ইরান কেবল কথা বলে এবং কিছু করে না। মধ্যপ্রাচ্যের বুলি এখন পরাজিত।" পোস্টের শেষ দিকে তিনি লেখেন, "ইরানের জন্য খুবই ভালো সুযোগ ছিল একটি চুক্তি করার। কিন্তু তারা আলোচনায় অনেক বেশি সময় নিয়েছে। এখন এর খেসারত দিতে হবে।" একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলার একদিন পর ট্রাম্প এসব মন্তব্য করেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১১ জন নিহত

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর তায়ারের আল-মাসাকাইন এবং আল-বাস এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর তায়ারের আল-মাসাকাইন এবং আল-বাস এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ জন নিহত এবং আরও ৪৪ জন আহত হয়েছেন। এর আগে, লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জানিয়েছিল, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১৫ জন নিহত এবং দুইজন সাহায্যকর্মীসহ আরও ৪২ জন আহত হয়েছেন। এই অপরাধের জবাবে, লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জানিয়েছে, তারা দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অবস্থান, সমাবেশ এবং যানবাহনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছে এবং একটি ড্রোন দিয়ে নাকুরা শহরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কমান্ড সেন্টারকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। গত ২ মার্চ থেকে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী লেবাননের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে, যার ফলে মঙ্গলবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩,৬৬৬ জন শহিদ, ১১,৩২১ জন আহত এবং দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১০.০৬.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার পর ইরানের ওপর হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

একটি মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার পর ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরান জানিয়েছে যে, তারাও এর জবাবে পাল্টা হামলা চালায়। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কমান্ড জানিয়েছে, যুদ্ধবিমানগুলো হরমুজ প্রণালির কাছে অবস্থিত ইরানের বিমান প্রতি রক্ষা ব্যবস্থা,

ভূমি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং নজরদারি রাডার অবস্থানগুলোতে হামলা চালায়। এতে বলা হয়েছে , মার্কিন বাহিনী ও বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর সাম্প্রতিক হামলার আনুপাতিক জবাব হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, স্থানীয় সময় ভোর ২:৩০ মিনিটে ইরানি নৌবাহিনী বাহরাইনে মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম বহরের ওপর একটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। বুধবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে , "শত্রুর বৈরী কার্যকলাপের" জবাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডের একজন মুখপাত্র এনএইচকে -কে জানিয়েছেন যে, ইরানের দাবিটি মিথ্যা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছেন যে , ইরান প্রণালিতে টহলরত একটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার গুলি করে ভূপাতিত করেছে। তিনি বলেন , দুই পাইলট "নিরাপদ ও অক্ষত " আছেন এবং "প্রয়োজনের" খাতিরে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বিএসএফ-বিজিবি বৈঠকে 'পুশ-ইন' নিয়ে যে কথা হলো

দিল্লিতে এখন বিএসএফ ও বিজিবির শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক চলছে। আসামের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে মানুষকে 'পুশ-ইন' করা নিয়ে দাবি ও পাল্টা দাবির মধ্যে এই বৈঠক বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। মঙ্গলবার বিএসএফ ও বিজিবি বৈঠকে 'পুশ-ইনের' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে 'পুশ-ইন' ও 'পুশ-ব্যাক' নিয়ে দু-পক্ষই তাদের মতামত জানিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, বিএসএফের ডিজি প্রবীণ কুমার বলা বলেছেন, তারা আইন অনুসারে কাজ করছেন। চালু প্রক্রিয়া অনুসরণ করছেন। যারা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ঢুকেছে বা আইন ভেঙে থেকে গেছে, তাদেরই শুধুমাত্র ফেরত পাঠানো হচ্ছে। সেটাও করা হচ্ছে, তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর। বিজিবি মহাপরিচালক মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেছেন, তাদের কাছে আগে তালিকা পাঠানো দরকার। তারা নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে তারপর তাদের ফেরত নেবেন। এটাই আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক নীতি। যেভাবে 'পুশ-ইন' করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। কিন্তু বিএসএফের মত হলো, অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, তালিকা পাঠানোর পর দীর্ঘ সময় কেটে যায়। কিন্তু কোনো জবাব আসে না। কিন্তু এই অভিযোগ বিজিবি মানতে রাজি হয়নি।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রনি)

আরো ৮ শিশুর মৃত্যুতে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট মৃত ৬৩৯

হামের উপসর্গ নিয়ে বাংলাদেশে আরো আটজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ছয়জনই ঢাকা বিভাগের। এ নিয়ে ৮৮ দিনে দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৬৩৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫৪৭ শিশু ও নিশ্চিত হামে ৯২ শিশুর মৃত্যু হয়। আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এ হিসাব গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ের। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে যে ৮ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬জনই ঢাকা বিভাগের। এ ছাড়া সিলেট ও বরিশাল বিভাগের রয়েছে ১জন করে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রনি)

ইউএনওকে অস্ত্র মামলার আসামি সাবেক যুবদল নেতার ফুলেল শুভেচ্ছা

পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে অস্ত্র মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও তার সহযোগীদের ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়ের একটি ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, পুলিশ এ আসামিকে এতদিন খুঁজে পায়নি, ইউএনওকে সেই আসামির শুভেচ্ছা জানানোর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসি বলেন, "আসামি কৌশল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" আলোচিত এ আসামির নাম সালাউদ্দিন শরীফ। বিভিন্ন অভিযোগে ২০২৫ সালের ১৮ মার্চ তাকে দুমকী উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। দুমকী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম উদ্দীন বলেন, সালাউদ্দিন শরীফ গত ১১ মে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের একটি মামলায় আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২ জুন দুমকীর ইউএনও হিসেবে যোগ দেন আবদুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। যোগদানের পর বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার সালাউদ্দিন শরীফ ও তার ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে ইউএনওর ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়ের ছবি তোলা হয়। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় দল থেকে বহিষ্কৃত দুমকী উপজেলা বিএনপির নেতা জসিম উদ্দিন হাওলাদার ও মতিউর রহমান এবং কৃষক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল ওয়াহাবসহ আরও কয়েকজনকে দেখা যায়। এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাবেক নেতা মতিউর রহমান বলেন, "নতুন ইউএনওকে শুভেচ্ছা জানাতে আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে মামলার আসামি সালাউদ্দিন শরীফ কীভাবে এসে আমাদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন, তা বুঝতে পারিনি। পরে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারি।„ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও মামলার সাক্ষী আবুল বাশার নিউটন বলেন, ”গত ১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনায় একাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা আহত হন। এ ঘটনায় সালাউদ্দিন শরীফসহ জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, সালাউদ্দিনকে খুঁজে পাচ্ছে না তারা। অথচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, তিনি উপজেলা পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছবি তুলছেন। বিষয়টি উদ্‌বেগজনক।„ এ বিষয়ে দুমকী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, ”বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলায় এ পর্যন্ত দুই আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আরো ১৫ জন আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন। সালাউদ্দিনকে গ্রেফতারে একাধিকবার অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি কৌশলে চলাফেরা করছেন। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ১০.০৬.২০২৬ রনি)

বাণিজ্যচুক্তি নয়, এটি মার্কিন প্রশাসনের `হুকুমনামা, : আনু মুহাম্মদ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তিকে `হুকুমনামা, আখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, এই চুক্তিকে বাণিজ্যচুক্তি বলা যায় না। এটি মূলত মার্কিন প্রশাসনের একটি হুকুমনামা, যাতে বাংলাদেশ কী কী করতে বাধ্য থাকবে, তা একতরফাভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে `মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি : হুমকিতে দেশের অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব, শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকের আয়োজক বামপন্থি রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত `সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোট,। আনু মুহাম্মদ বলেন, ”বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে একটি দেশ সেখান থেকেই পণ্য আমদানি করে, যেখানে কম দামে ও ভালো মানের পণ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে কম আমদানি করে, কারণ সেখানকার পণ্য তুলনামূলক ব্যয়বহুল এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অথচ এই চুক্তিতে ঘাটতি বাণিজ্যের যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশকে বেশি দামে মার্কিন পণ্য কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক।„ চুক্তিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র বিধিবিধান বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বীকৃত নীতিমালার প্রতিফলন নেই বলেও মন্তব্য করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলে আনু মুহাম্মদ বলেন, নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার নিজেদের গরজে, আগ্রহে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অথচ বিষয়টি নির্বাচিত সরকারের জন্য অপেক্ষা করানো যেতো। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারতসহ বেশিরভাগ দেশ যখন চুক্তি এড়িয়ে গেছে বা আলোচনার স্তরে আছে, তখন বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব প্রসঙ্গে আনু মুহাম্মদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশি দামে গম, তুলা, মাছ বা মাংস আমদানি করতে হলে একদিকে রাজস্ব কমবে, অন্যদিকে ভর্তুকি বাড়বে। সেই বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণের ঘাড়েই পড়বে। ঔষধ শিল্প, ডেইরি শিল্প, আইটি ও ই-কমার্স খাত এবং গ্যাস-সম্পদ, সবকিছুই এই চুক্তির আওতায় ঝুঁকিতে পড়বে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ১০.০৬.২০২৬ রনি)

হিজাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের সরাতে গুলি চালালো তালিবান

নারীদের পোশাকনীতির বিরুদ্ধাচরণ করায় মঙ্গলবার আফগানিস্তানে প্রতিবাদীদের উপর গুলি চালায় তালিবান সরকার। প্রত্যক্ষদর্শীরা একথা জানিয়েছেন। গত সপ্তাহেই হিজাব, বোরখা বা চাদর না নিয়ে রাস্তায় বেরোনোর জন্য গ্রেফতার হন প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন নারী। তাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে পশ্চিমের হেরাত শহরে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন শতাধিক পুরুষও। সংবাদসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সেই প্রতিবাদীদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথমে লাঠি চালায় এবং পরে শূন্যে গুলি ছোড়ে। অপর এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, তালিবান রক্ষীদের আক্রমণে আহত হন প্রতিবাদীরা। তিনি বলেন, ”রাস্তায় রক্ত দেখেছি আমি।„ তবে গুলিতে কেউ আহত হয়েছেন কিনা, তা স্পষ্ট হয়নি। আহতের সংখ্যা কত, সেই বিষয়টিও পরিষ্কার নয়। প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত এক চিত্রগ্রাহক এএফপিকে জানিয়েছে, ”মিছিল লক্ষ্য করেই গুলি চালানো হয়েছে।„ তার মতে, বহু মানুষ আহত হয়েছেন। হেরাত পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ”হিজাবকে কেন্দ্র করে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছিল। তবে সৌভাগ্যবশত নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় সেই চেষ্টা প্রতিহত করা গেছে এবং ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা না ঘটার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।„
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজঃ ১০.০৬.২০২৬ রনি)

পাকিস্তানের বিমান হামলায় ১৩ জন মৃত, দাবি কাবুলের

আফগানিস্তান জানিয়েছে, বুধবার পাকিস্তান নতুন করে বিমান হামলা করেছে। এর ফলে ১৩ জন মারা গেছেন, ১৪ জন আহত হয়েছেন। তালেবানের প্রধান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, খোস্ত, কুন্নার ও পাকটিকা প্রদেশে পাকিস্তান যে বিমান হামলা করেছে, তাতে মৃত ১৩ জনের মধ্যে ১১ জনই শিশু। পাকিস্তান এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কিছু জানায়নি। আফগান সীমান্তের কাছে খাইবার পাখতুনখোয়ার হাসান খেল এলাকায় নিরাপত্তা ঘাঁটিতে মঙ্গলবার পাকিস্তান তালিবান সদস্যরা আক্রমণ করার একদিনের মধ্যে এই বিমানহানা হলো। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি জানিয়েছেন, এই হামলার পর দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াই চলে। নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তত ছয়জন কর্মী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, নিরাপত্তা বাহিনী আটজন আক্রমণকারীকে হত্যা করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে

পাকিস্তান ঘোষণা করেছিল, তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরে চীনের উদ্যোগে শান্তি আলোচনাও হয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রনি)

কলকাতায় ভয়াবহ আগুন

কলকাতায় আবার ভয়াবহ আগুন। এবার আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের অফিসে আগুন লাগে। সেখানে জেলা পরিষদের দপ্তর প্রথমে আগুন লাগে চতুর্থ তলায়। ডিডাব্লিউর প্রতিনিধি শময়িতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অনেকক্ষণ ধরে দাউ দাউ করে জ্বলার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। শময়িতা জানান, আগুন লেগেছিল চতুর্থ তলায়। তারপর তা নবম তলা পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন, আগুন যেখানে ছড়ায়, সেখানে ইভিএম রাখা ছিল। ইভিএমের ব্যাটারি ফাটার শব্দ তারা পেয়েছেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রনি)

পাকিস্তানে কাশ্মীরে সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, সব আরোহীর মৃত্যু

পাকিস্তানে কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদের কাছে একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারের সব আরোহী মারা গেছে বলে এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে। তবে বিবৃতিতে নিহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আজ বুধবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়, "আজ মুজাফফরাবাদের কাছে ওড়ার সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এভিয়েশন শাখার একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। এতে (হেলিকপ্টারের) কেউ বেঁচে নেই।„ বিবৃতিতে আরো বলা হয়, উদ্ধারকর্মীদের দল দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত যান্ত্রিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওড়ার সময় বিধ্বস্ত হলে হেলিকপ্টারটিতে আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছিলেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

২০০৯ সালে সশস্ত্র বাহিনীর ওপর সর্বগ্রাসী আঘাত এসেছিল: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , ইউনিফর্মধারী বাহিনীর জন্য প্রধান বার্তা হলো - `প্রফেশনালিজম, ইউনিটি, ডিসিপ্লিন এবং চেইন অব কমান্ড, ছাড়া সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে টিকে থাকা কঠিন। তিনি বলেন , বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর ঐক্য বিনষ্টের তৎপরতা চললেও ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাহিনীর ওপর সর্বগ্রাসী আঘাত এসেছিল , যার পরিণতি দেশের মানু ষের জানা। আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উ পলক্ষ্যে বুধবার (১০ জুন) সকালে ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত অবস্থায় ২০২৫ সালে সুদানে শাহাদাতবর ণকারী ছয় সেনাসদস্যের স্ত্রীর হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন। একইসঙ্গে ওই হামলাসহ বিভিন্ন মিশনে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরও সম্মাননা দেন। পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কুশল বিনিময় করেন তিনি। বক্তব্যের শুরু তে প্রধানমন্ত্রী বলেন , জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উ পলক্ষ্যে আমি সারা বিশ্বের সেইসব সাহসী শান্তিরক্ষীকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি , যারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন। ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ১৭৫ জন শান্তিরক্ষী শহিদ হয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, "এ বছর যারা শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, আজকের এ বিশেষ দিনে তাদের পরিবারকে সম্মাননা জানিয়ে আমি আমার বিশ্বাস থেকে একটি কথা বলতে চাই , শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় , জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিসেবে শ হিদদের এই আত্মদান যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। „ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তাদের এ আত্মত্যাগ প্রমাণ করে , শুধু মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বই নয়, জাতিসংঘের পতাকাতলে শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে যে-কোনো মূল্যে শান্তি রক্ষায় বদ্ধপরিকর।„ তিনি বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বমঞ্চে যে গৌরব ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন , তা খুব সহজ ছিল না। শত প্রতিকূলতা , সীমাবদ্ধতা এবং কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তা দের এই মহান ও মানবিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। পরিবার -পরিজন থেকে বহু দূরে থেকে প্রতিকূল পরিবেশে তা রা নিষ্ঠা , সাহস এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রী শান্তিরক্ষীদের উদ্দে শ্যে বলেন, "বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের এই অবদানের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই।„

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বিদেশি বিনিয়োগ আনলে দেড় শতাংশ কমিশন দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারলে বিনিয়োগের এক দশমিক ৫ শতাংশ পরামর্শক ফি বা কমিশন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলে ন, বিনিয়োগে কমিশন বা পরামর্শক ফি দেওয়ার ফলে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরাও বিনিয়োগ করবেন দেশে। এর বাইরেও মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিদেশি

বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার (১০ জুন) জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিএনপি দলীয় সদস্য জহরত আদীব চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আগে একটি বিষয় ছিল - তারা লভ্যাংশ নি তে না পারলে কেন এখানে বিনিয়োগ করবেন? এ সমস্যাটা আইনের মাধ্যমে সমাধান করেছি। তিন -চারদিন আগে হওয়া মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি- বিদেশ থেকে যদি কোনো বাংলাদেশি বা বিদেশি নাগরিক বিদেশি বিনিয়োগ দেশে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তাদের বিনিয়োগের এক দশমিক ৫ শতাংশ পরামর্শক ফি বা কমিশন দেবো, প্রণোদনা তাদের দেব। বিএনপির সংসদ সদস্য মোবাশ্বের আলম ভুঁইয়ার প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান জানান, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগপ্রক্রিয়া সহজীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থে কে আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধনপ্রক্রিয়া অনলাইনে দ্রুত সময়ের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য রপ্তানি নীতি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ হালনাগাদকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহ জে বাজারে প্রবেশ করতে পারেন। রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক বাধা দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমদানি সহজীকরণের লক্ষ্যে মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি সহজ করা হচ্ছে এবং সব আমদানিকারকের জন্য মূল্যসীমা -নির্বিশেষ এলসি ছাড়া চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ রাখা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে বিনিয়োগ-প্রক্রিয়া সহজ করছে সরকার

দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (১০ জুন) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য মো. মোবাশ্বের আলম ভুঁইয়ার এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেওয়া প্রধান পদক্ষেপগুলো হলো - আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে করা হচ্ছে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য রপ্তানি নীতি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ হালনাগাদ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহজে বাজারে প্রবেশ করতে পারেন। রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানির ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বন্ডেড এবং নন -বন্ডেড সব প্রতিষ্ঠানকে এফওসি (ফ্রি অব চার্জ) ভিত্তিতে আমদানির সুযোগের আওতা আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। আমদানি সহজীকরণের লক্ষ্যে মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি সহজ করা হচ্ছে। সব আমদানিকারকের জন্য মূল্যসীমা নির্বিশেষ এলসি ছাড়া চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ রাখা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি বাস্তবায়ন ও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

আজ আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস আজ (বুধবার)। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী ও আহত শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনসহ নানা আয়োজন। দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও বাংলাদেশ বেতারে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গর্বিত অংশীদার। ১৯৮৯ সালে নামিবিয়া মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের যাত্রা শুরু হয়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের এক হাজার ৯২৮ জন নারী সদস্যসহ মোট ২১ হাজার ৮২৮ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের ২৫টি দেশে ২৭টি শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের আটজন নারী সদস্যসহ ৩৭ জন কর্মকর্তা ইউএনপোল ও ইউএন কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ পুলিশের ২৫ জন সদস্য জী বন উৎসর্গ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। প্রতিকূল পরিবেশেও বাংলাদেশ পুলিশের শান্তিরক্ষীরা দায়িত্ব পালন করে স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে হাইতির ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আফ্রিকা ও ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তারা।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বাজেটে আইটি খাতে যে-সব সুখবর থাকছে

বর্তমান বিএনপি সরকারের প্রথম বাজেটেই দেশের তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতের জন্য একগুচ্ছ সুখবর থাকছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আইটিসহ সব ধরনের ফ্রিল্যান্সিং আয়ে কর অব্যাহতির প্রস্তাব থাকতে পারে। একইসঙ্গে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদেরও জন্য থাকছে সুখবর। তরুণদের উদ্ভাবনী কাজকে উৎসাহ দিতে সব ধরনের কনটেন্ট থেকে উপার্জিত আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব থাকছে। তারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে এবারের বাজেটে স্টার্টআপ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসার ক্ষেত্রে টার্নওভার ট্যাক্স শূন্য শতাংশ করার প্রস্তাবও থাকতে পারে। একইসঙ্গে প্রিন্টার, মনিটর, ফ্ল্যাশ মেমোরিসহ কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আমদানিতে অগ্রিম আয়কর কমছে। দেশে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যেও থাকছে সুখবর। দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর কাঁচামাল আমদানিতে কমানো হতে পারে অগ্রিম আয়কর। এছাড়া কম্পিউটারের যন্ত্রাংশফ ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের জন্য উপকরণ আমদানিতে শুল্ক ও কর অব্যাহতি সুবিধাও বাড়ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী কাল বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করবেন। আগামী অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

গুলশান থেকে ওয়েল গ্রুপের সিইও নুরুল ইসলাম গ্রেফতার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘটিত একটি হত্যা মামলার তদন্তে সন্দেহভাজন হিসেবে ওয়েল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সৈয়দ নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (৮ জুন) রাত সোয়া ৯টার দিকে রাজধানীর গুলশান-২ এলাকার হোটেল ওয়েস্টিনের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. দাউদ হোসেন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গুলশান থানায় দায়ের হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট একটি হত্যা মামলার তদন্তে সন্দেহভাজন হিসেবে সৈয়দ নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামে ছুটিতে এসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ইউএই শ্রমিকদল নেতার

চট্টগ্রামে ছুটিতে এসে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) শাখা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক এস এম এরশাদুল আলম। তিনি ইউএই বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য পদেও ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (৯ জুন) রাত ৮টা ৫০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত এস এম এরশাদুল আলম চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার মোহছেন আউলিয়া দরবারের খাদেমবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। স্বজন ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এরশাদুল আলম। পরে তাকে নগরের পার্কভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

তিন মাসে ১৭ হাজার কোটি টাকার জ্বালানি তেল আমদানির সিদ্ধান্ত

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে তিন মাসে (জুন-আগস্ট) প্রায় ১৭ হাজার ৩৩ কোটি টাকার জ্বালানি তেল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে - গ্যাস অয়েল, জেট ফুয়েল, ফার্নেস অয়েল ও গ্যাসোলিন। আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এসব জ্বালানি তেল আমদানি করা হবে। বুধবার (১০ জুন) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এসব প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এসব জ্বালানি তেল আমদানি করবে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইউনিপেক সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্যাকেজ নং-পি জি-০১-এর আওতায় গ্যাস অয়েল (০.০০৫ শতাংশ সালফার) ও জেট এ-১ আমদানি করা হবে। এতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৬৭২ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। একই ধরনের গ্যাস অয়েল ও জেট এ-১ আমদানির জন্য প্যাকেজ নং-পি জি-০২-এর আওতায় আনুমানিক ৬ হাজার ৭১১ কোটি ৭৫ লাখ টাকার ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্যাকেজের দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সিঙ্গাপুরের ভিটল এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এছাড়া, প্যাকেজ নং-পি জি-০৩-এর আওতায় ফার্নেস অয়েল (১৮০ সিএসটি) আমদানির জন্য ১ হাজার ৯০০ কোটি ৫ লাখ টাকার প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে। এই তেল সরবরাহ করবে সিঙ্গাপুরের আরেক প্রতিষ্ঠান ট্রাফিগুরা প্রাইভেট লিমিটেড। বৈঠকে প্যাকেজ নং-পি জি-০৪-এর আওতায় গ্যাসোলিন-৯৫ আনলেডেড আমদানির জন্য ৭৪৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকার ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এ চালানের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও হচ্ছে সিঙ্গাপুরের ভিটল এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। সব মিলিয়ে চারটি

প্যাকেজের আওতায় মোট ১৭ হাজার ৩৩ কোটি টাকার জ্বালানি তেল আমদানির পথ খুলে গেলো। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বড়ো ক্রয় আদেশ পাচ্ছে ইউনিপেক সিঙ্গাপুর, যার মূল্য প্রায় ৭ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে ভিটল এশিয়া দুটি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার ৪৬১ কোটি টাকার সরবরাহ আদেশ পেতে যাচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০..০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

রাজশাহীতে ট্রাক-মাহিন্দ্রা সংঘর্ষ, নিহত ২

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার খাড়ইল মিলঘর এলাকায় রাজশাহী -নওগাঁ মহাসড়কে মাহিন্দ্রা ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। বুধবার (১০ জুন) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রাজশাহীর খাড়ইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খাড়ইল মিলঘর এলাকায় যাত্রীবাহী মাহিন্দ্রার সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হলে মাহিন্দ্রাটি দুমড়ে -মুচড়ে যায়। এতে মাহিন্দ্রায় থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন কেশরহাট ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা মো. মারুফ হোসেন (৩৭)। তিনি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার চক শ্যামরাই গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে। এদিকে গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অপর দুইজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ বিষয়ে মোহনপুর থানার এসআই ইয়ামিন আলী জানান, দুর্ঘটনার পর এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

এক মাসে সীমান্তে তিন দেশের ৪৯০ নাগরিক আটক

গত মে মাসে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের ৪৯০ জন নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাদের মধ্যে ৯২ জন বাংলাদেশি নাগরিক। আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে বিজিবি। বুধবার (১০ জুন) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, চলতি বছরের মে মাসে সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকপাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮৮ জন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে। একইসঙ্গে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৯২ জন বাংলাদেশি নাগরিক, ৬ জন ভারতীয় নাগরিক ও মিয়ানমারের ৩৯২ জন নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও বলেন, একই সময়ে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১৭৭ কোটি ৭৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

মে মাসে ১৭৮ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি

চলতি বছরের মে মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১৭৭ কোটি ৭৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বুধবার (১০ জুন) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের হিসাবের কী হবে

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নিয়ম। তবে এমন নিয়ম থাকলেও তা মানা হয় না বললেই চলে। এ অবস্থায় প্রতি বছর সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের হিসাব দাখিলের নিয়ম চালু করে অন্তর্বর্তী সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের চালু করা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী দাখিলের ব্যবস্থা বর্তমান সরকার অব্যাহত রাখবে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনে আলোচনা চলছে। তবে সম্পদের হিসাব নেওয়ার কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে না। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের হিসাব দাখিল বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী চলবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারের নির্ধারিত প্রতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা বহাল না রেখে সরকার আবারও 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯,-এর বিধান অনুযায়ী পাঁচ বছর পরপর সম্পদ বিবরণী দাখিলের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে। একইসঙ্গে সম্পদের হিসাব সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও যাচাই প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বয়ংক্রিয় করার পরিকল্পনাও রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

খসড়া মানবাধিকার কমিশন আইন পাস হলে সংস্থা স্বাধীন থাকবে না: টিআইবি

খসড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬ বর্তমান অবস্থায় পাস হলে এর মাধ্যমে গঠিত কমিশন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং সরকারের কর্তৃত্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি

ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। মঙ্গলবার (১০ জুন) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি এই আশঙ্কা প্রকাশ করে। একইসঙ্গে আইনটি চূড়ান্ত করার আগে অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। টিআইবি জানায়, এ বিষয়ে গত ৮ জুন সরকারকে ১৯ দফা সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী , ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের তুলনায় নতুন খসড়া আইনে এমন কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা একটি স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের জনআকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। টিআইবি বলছে , ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে কমিশনকে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন নয় বলে স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও খসড়া আইনের ধারা ৩(২) থেকে সেই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে কমিশনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ সংকুচিত হবে। এছাড়া, কমিশনার নিয়োগে গঠিত বাছাই কমিটিতে স্পিকার , দু-জন মন্ত্রী, সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টিআইবি। সংস্থাটির মতে , এতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সংস্থাটি খসড়া আইনের ধারা ১৩ সংশোধন করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা ও নজরদারি সংস্থা এবং সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল নিয়মিত পরিদর্শন ও তদন্তের ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি গুম, নির্যাতন বা বেআইনি আটক সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনকে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারী বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির বিধান বাতিল করে আদালত , ট্রাইব্যুনাল বা কমিশনের অনুমতিকে যথেষ্ট হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব দিয়েছে টিআইবি। একইসঙ্গে ধারা ২০ বাতিলের দাবি জানিয়ে সংস্থাটি বলেছে, এই ধারার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়বে। কমিশন গঠনে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করারও সুপারিশ করেছে টিআইবি। সংস্থাটির প্রস্তাব অনুযায়ী, কমিশনে অন্তত একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং কমপক্ষে দুজন নারী কমিশনার রাখার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। এছাড়া, সরকারি কর্মচারীদের চাকরিরত অবস্থায় ছুটি নিয়ে কমিশনার হওয়ার সুযোগ বাতিল , নিয়োগে দলনিরপেক্ষতা ও সততার মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা , কমিশনের জনবলে প্রেষণে নিয়োগের হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে উন্মুক্ত ও মেধাভিত্তিক করার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। টিআইবি আরও বলেছে , খসড়া আইনে কমিশনের বাজেট পুরোপুরি সরকারি বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে, যা আর্থিক স্বাধীনতার পরিপন্থি। এ কারণে কমিশনের অনুমোদিত ব্যয় নির্বাহে সরকারের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হবে না- এমন বিধান যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি মন্তব্য করে, মানবাধিকার কমিশন যদি স্বাধীন ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় , তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নয়, দেশের সাধারণ নাগরিকদের উপরও পড়বে। তাই আইনটি চূড়ান্ত করার আগে টিআইবিসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত বিবেচনায় নিয়ে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

অগ্রাধিকার কর্মসূচিসহ পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে সরকার

নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচিসহ পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন , দেশের সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ১৮০ দিন, ২০২৬-২৭ অর্থবছর এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এরই মধ্যে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। বুধবার (১০ জুন) জাতীয় সংসদে পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের করা লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। প্রধানমন্ত্রী বলেন , সরকার 'ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক, এই দর্শনকে সামনে রেখে প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে নারী প্রধান পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড,-এর মাধ্যমে মাসিক ২,৫০০ টাকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাইলটিং পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৩৬টি ইউনিটের ৬০,০৪৮টি পরিবারকে এ কার্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পাশাপাশি কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকদের ইউনিক পরিচয় নিশ্চিতকরণে ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ , সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং স্বল্পমূল্যে সেচ সুবিধাসহ সহজ শর্তে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৪ এপ্রিল কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে দেশের ৮টি বিভাগের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলার ১১টি কৃষি ব্লকে এ কার্যক্রম চলছে এবং এ পর্যন্ত ২০,৭৪৮ জনকে কৃষক কার্ড দেওয়া হয়েছে।

সরকারপ্রধান বলেন, নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার শস্য , ফসল, পশুপালন ও মৎস্য খাতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার এরই মধ্যে ১৫৬৭ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে,

যার ফলে সারা দেশের প্রায় ১৩ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ জন কৃষক উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪৯০৮টি মসজিদ, ৯৯০টি মন্দির, ১৪৪টি বৌদ্ধ বিহার বা প্যাগোডা এবং ৩৯৬টি গির্জায় কর্মরত ব্যক্তিদের মাসিক সম্মানী ভাতা দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ সুবিধা দেশের সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় জনগণকে 'ই-হেলথ কার্ড', প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম ১৮০ দিনের মধ্যে পাঁচটি জেলা তথা খুলনা, নোয়াখালী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদীর জনসাধারণকে ই-হেলথ কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। এ কার্ডটি ইলেকট্রনিক পেশেন্ট রেফারেল সিস্টেম এবং ইলেকট্রনিক পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। (জাগো নিউজ প্যেব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

অমুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও যারা মুক্তিযোদ্ধার সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন (ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা) তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। বুধবার (১০ জুন) মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক কর্মশালা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন রিট মামলা, চাকরিসংক্রান্ত মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা এবং আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম এবং বিভিন্ন মহলের যোগসাজশে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য সম্পদ বেহাত হয়েছে। বর্তমান সরকার ও মন্ত্রণালয় এসব সম্পদ পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রের প্রতিটি সম্পদ জনগণের সম্পদ। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেহাত হওয়া সব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা হবে এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের আপোশের সুযোগ নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

হামের উপসর্গে আরও ৮ শিশুর প্রাণহানি

দেশে হাম-সংক্রান্ত রোগে আরও আট শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৯ জনে। বুধবার (১০ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যু হয়েছে আটজনের। অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯২ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৫৪৭ জন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৯৪ জনের। এসময়ে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯৪৫ জন। গত ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ৯ হাজার ৯২৭ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৮২ হাজার ২৯ জন। একই সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৬৬ হাজার ৯৯৯ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ৬৩ হাজার ১৪৫ জন। বিভাগভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৫৬ রোগী মারা গেছে ঢাকায়। এছাড়া বরিশালে ১৯, চট্টগ্রামে ১০, সিলেটে তিন এবং ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে দু-জন করে মৃত্যুবরণ করেছে। সন্দেহজনক হামেও সবচেয়ে বেশি ২২৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এরপর ৮৬ জন মারা গেছে রাজশাহীতে। সেই সঙ্গে সিলেটে ৬৬, ময়মনসিংহে ৫০, চট্টগ্রামে ৪৭, বরিশালে ৩৮, খুলনায় ২৩ ও রংপুরে আটজন প্রাণ হারিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রথম কৃতিত্ব শহিদ জিয়ার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেছেন, গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। দেশের প্রতিটি থানা হেডকোয়ার্টারে ৩১ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে তিনিই গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। বুধবার (১০ জুন) জাতীয় প্রেসক্লাবে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) আয়োজিত 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আধুনিকায়নে শহিদ জিয়াউর রহমানের অবদান ও বর্তমান প্রেক্ষাপট', শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে শহিদ জিয়াউর রহমানের নেওয়া বিভিন্ন দূরদর্শী পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শহিদ জিয়াই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, যিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের চিকিৎসাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রতিটি থানা হেডকোয়ার্টারে ৩১ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এ দেশের স্বাস্থ্য খাতের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। শহিদ জিয়ার দেখানো পথ অনুসরণ করেই পরবর্তীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩১ শয্যার হাসপাতালগুলোকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করেছিলেন। শহিদ জিয়ার উন্নয়ন দর্শনকে ধারণ করে বর্তমান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, শহিদ জিয়াউর রহমান যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সূচনা

করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ৩১ বা ৫০ শয্যার বিদ্যমান সব হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এরই মধ্যে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে দিয়েছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

৪ মাসেও যোগদান হয়নি, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান সুপারিশপ্রাপ্তরা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হন ১৪ হাজার ৩৮৪ জন প্রার্থী। তাদের নিয়োগের সুপারিশ করে নিয়োগ -সংক্রান্ত কমিটি। নিয়োগের সুপারিশের চার মাসেরও বেশি সময় পার হলেও তাদের যোগদান করানো হয়নি। এতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা ক্ষুব্ধ, হতাশ ও অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বলে জানিয়েছেন। তারা নিয়োগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করে যোগদান করাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বুধবার (১০ জুন) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা জানান। সংবাদ সম্মেলনে সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষার মধ্যে রয়েছেন। তাদের এ অপেক্ষা শেষ হচ্ছে না। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরও এখনো যোগদানের সুযোগ পাননি। এতে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুপারিশপ্রাপ্তরা বলেন, আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪ হাজারেরও বেশি চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষক। গত ফেব্রুয়ারি মাসে চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পর মেডিকেল পরীক্ষা ও একাধিক ধাপের যাচাই -বাছাই সম্পন্ন করেও আজ পর্যন্ত যোগদানের অপেক্ষায় রয়েছি। দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকায় আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

`আপনারা গুলি করলে আমরা কি বসে থাকবো৷ বিএসএফকে বিজিবি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার রামরামপুর সীমান্তে এক ব্যক্তিকে জোর করে বাংলাদেশে `পুশ-ইনের, চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এ নিয়ে বিজিবির সঙ্গে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পতাকা বৈঠকে দুইপক্ষই ওই ব্যক্তিকে নিজেদের নাগরিক হিসেবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে গুলি করার প্রসঙ্গ উঠলে তীব্র প্রতিবাদ জানান বিজিবি সদস্যরা। বুধবার (১০ জুন) সকালে সীমান্তের শূন্যরেখায় এ ঘটনা ঘটে। তবে বিজিবি সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিরোধের মুখে বিএসএফের `পুশ-ইনের, চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্থানীয় সূত্র ও বিজিবি জানায়, ভারতের নন্দীরচর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা প্রায় ৬০ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টি জানতে পেরে জামালপুর ৩৫ বিজিবির সদস্যরা এবং সীমান্তবর্তী এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে অবস্থান নেন। বাধার মুখে ওই ব্যক্তি শূন্যরেখায় অবস্থান করতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সীমান্তে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জামালপুর ৩৫ বিজিবির সহকারী পরিচালক এবং নন্দীরচর বিএসএফ ক্যাম্পের এক পরিদর্শক নেতৃত্ব দেন। তবে দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনো সমাধান হয়নি। বিএসএফ ওই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাকে নো -ম্যানস ল্যান্ডে (শূন্যরেখা) রেখেই ফিরে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৈঠক চলাকালে দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তর্ক -বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বিএসএফের এক সদস্য গুলি করার কথা বললে বিজিবি সদস্যরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তারা বলেন, ”আপনি কেন গুলি করার কথা বললেন? গুলি আপনার কাছে আছে, আমাদের কাছে নেই? আপনারা গুলি করলে আমরা কি বসে থাকবো?„ বৈঠকের পরও বিএসএফ সদস্যরা কয়েক দফা ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালান। তবে বিজিবি ও স্থানীয়দের অবস্থানের কারণে তারা সফল হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ওই ব্যক্তিকে নো-ম্যানস ল্যান্ডে রেখেই উভয়পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। তবে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ইসলামী ব্যাংক নিয়ে অস্থিরতা পুরো ব্যাংক খাতে প্রভাব ফেলতে পারে

ইসলামী ব্যাংককে ঘিরে চলমান পরিস্থিতি দেশের আমান তকারীদের আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা। তাদের মতে, দেশের বৃহত্তম ব্যাংককে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অস্থিরতার প্রভাব শুধু একটি প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পুরো ব্যাংকিং খাতেও এর প্রতিফলন দেখা দিতে পারে। বুধবার (১০ জুন) বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় এ উদ্‌বেগের কথা তুলে ধরেন ব্যাংকগুলোর শীর্ষ নির্বাহীরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। এতে দেশের সব তফশিলি ব্যাংকের এমডি ও সিইওরা অংশ নেন। সভা শেষে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান এবং সিটি ব্যাংকের এমডি ও সিইও মাসরুর আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন, ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান পরিস্থিতি পুরো ব্যাংকিং খাতের জন্য উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যাংকাররা গভীরভাবে চিন্তিত। তিনি জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মনে করেন, ইসলামী ব্যাংককে ঘিরে চলমান সংকট এখন আর কেবল ব্যাংকিং খাতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, এটি রাজনৈতিক মাত্রাও পেয়েছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যো গ নেওয়া হচ্ছে। মাসরুর আরেফিন বলেন,

বিষয়টির রাজনীতিকীকরণ আমানতকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ বাড়াতে পারে। ফলে ব্যাংকিং খাতের উ পরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সভায় ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন গভর্নর। তিনি ব্যাংকের প্রধা ন নির্বাহীদের রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করে পেশাদা রিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

৩০ বছর পর কবর থেকে তোলা হবে সালমান শাহ্-এর লাশ

বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সালমান শাহ (চৌধুরী মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন)-এর মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে তার লাশ কবর থেকে উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন , সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি এবং ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালত গত ২৪ মে এ আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত আসে বলে জানা গেছে। এর আগে , চলতি বছরের ২০ মে সিআইডির পরিদর্শক জিয়াউল মোর্শেদ আদালতে আবেদন করেন। তিনি আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন , হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে সালমান শাহ-এর মরদেহ পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করার পর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম শেষে লাশ উত্তোলন ও ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মামলার নথি অনুযায়ী, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সকালে সালমান শাহ নিউ ইস্কাটন রোডের বাসায় অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই সময় রমনা থানায় একটি অপমৃত্যু মা মলা দায়ের করা হয় এবং সিলেটের শাহজালাল (রহ.) মাজার প্রাঙ্গণে তাকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার পর ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর সালমান শাহ -এর মামা মো. আলমগীর রমনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় একাধিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন তার স্ত্রী সামীরা হক, শিল্পপতি ও প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাইসহ আরও অনেকে। এর আগে, ২০ অক্টোবর ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত মামলাটিকে অপমৃত্যু থেকে পরিবর্তন করে হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, সালমান শাহ -এর মৃত্যুকে ঘিরে সন্দেহজনক পরিস্থিতি, শারীরিক আঘাতের চিহ্ন এবং ঘটনাস্থলের নানা অসংগতি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে পুনরায় ময়নাতদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ বাংলাদেশ ব্যাংকের

দেশের বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৪৯(১)(ঘ)(আ) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. আশরাফুল আলমকে ব্যাংকটির পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বুধবার (১০ জুন) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয় , বেসরকারি ব্যাংকটির সার্বিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ , ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণ , আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও বৃহত্তর জ নস্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষক হিসেবে মো. আশরাফুল আলম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশ নেবেন। পাশাপাশি ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে বাং লাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পর্যবেক্ষণ দেবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক জা নিয়েছে, দেশের ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগের এ পদক্ষেপ ব্যাংকটির কার্যক্রমে আস্থা ও শৃঙ্খলা আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

উচ্চ সিসির গাড়ির অগ্রিম কর বাড়ছে

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে উচ্চ সিসির ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর অ গ্রিম আয়কর বাড়ানো হতে পারে। একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক মোটরযানের জন্যও প্রথমবারের মতো ক্ষমতাভিত্তিক অগ্রিম কর আরোপ করা হতে পারে। সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং উচ্চমূল্যের যানবাহনের ওপর কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী অর্থবছরে ১ হাজার ৫০০ সিসির নিচের ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য অগ্রিম কর অপরিবর্তিত রেখে ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হতে পারে। এ ছাড়া ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার সিসি পর্যন্ত গাড়ির জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং ২ হাজার থেকে ২ হাজার ৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির জন্য ৭৫ হাজার টাকা অগ্রিম কর বহাল থাকবে। তবে ২ হাজার ৫০০ সিসির বেশি ক্ষমতার গাড়ির ক্ষেত্রে করের হার বাড়ানো হচ্ছে। ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার সিসি পর্যন্ত গাড়ির অগ্রিম কর বর্তমান ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ টাকা করা হচ্ছে। একইভাবে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে কর ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হতে পারে। এছাড়া বর্তমানে সাড়ে ৩ হাজার সিসির বেশি সব ধরনের গাড়ির জন্য ২ লাখ টাকা অগ্রিম

কর নির্ধারিত থাকলেও আগামী অর্থবছরে এ শ্রেণিতে নতুন স্তরভিত্তিক কাঠামো চালু করা হচ্ছে। এর আওতায় সাড়ে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার সিসি পর্যন্ত গাড়ির জন্য ৪ লাখ টাকা এবং সাড়ে ৪ হাজার সিসির বেশি ক্ষমতার গাড়ির জন্য ৫ লাখ টাকা অগ্রিম কর দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় বাজেটে কর-শুল্ক ছাড়ের উদ্যোগ

উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ স্থবিরতা, কর্মসংস্থানের সংকট ও রাজস্ব ঘাটতির চাপে থাকা অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আসছে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ এ বাজেটে একদিকে দেশীয় শিল্প সুরক্ষা ও বিনিয়োগ উৎসাহে কর -শুল্ক ছাড়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে , অন্যদিকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে করজাল সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রাখা হয়েছে। ফলে বাজেটকে ঘিরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশাবাদ থাকলেও মধ্যবিত্তের মধ্যে রয়েছে নতুন উদ্বেগও। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা যায় , আগামী অর্থবছরে এনবিআরকে ৬ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের তুলনায় যা প্রায় এক লাখ কোটি টাকা বেশি। একই সময়ে সরকারি চাকরিজীবীদের নতু ন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ফলে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো এখন সরকারের অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য ও কথা বলে জানা যায় , এবারের বাজেটের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্পায়ন ও উৎপাদনমুখী বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়া। দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগে মন্দা , শিল্প সম্প্রসারণে ধীরগতি এবং কর্মসংস্থান সংকটের প্রেক্ষাপটে সরকার করনীতিকে ব্যবহার করতে চাইছে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে। দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দিতে মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, এটিএম ও সিসিটিভি ক্যামেরা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের শুল্ক ও কর অব্যাহতি সুবিধা ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, নতুন সরকারের বড়ো চ্যালেঞ্জ এখন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এ কারণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার একটা চাহিদা আছে। আর এই কারণেই সম্ভবত সরকার বিভিন্ন রকমের শুল্ক -কর ছাড়ের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। যদিও শুধু শুল্ক-কর ছাড়ই বিনিয়োগ বাড়ানোর একমাত্র নির্ণায়ক নয়। সেইসঙ্গে ব্যাংকের সুদের হার , জ্বালানি সরবরাহ, জ্বালানির মূল্য স্থিতিশীল রাখা , লাইসেন্স ও নিবন্ধন পাওয়ার বিষয়গুলো সহজ করে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

সব উপজেলায় ১০১ শয্যার হাসপাতাল, দ্রুত ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ

দেশের সব উপজেলা পর্যায়ের ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। একইসঙ্গে তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সারা দেশে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার (১০ জুন) জাতীয় সংসদে সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল মালিকের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এই তথ্য জানান। সংসদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন , ”নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক নাগরিককে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদা ন করা। সেই আলোকে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।„ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি আরও বলেন , ”এখানে উল্লেখ করতে চাই , স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে গ্রামের হতদরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সকল থানা সদরে (বর্তমান উপজেলা) ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনস্বাস্থ্যসেবার দ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তীতে তাঁরই উত্তরসূরি সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন সকল উপজেলা হাসপাতালকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করেন এবং স্বাস্থ্য সেবার পরিধি আরও প্রসারিত করেন।„ সরদার সাখাওয়াত হোসেন বলেন , ”একই পরিবারের গর্বিত সদস্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উপজেলা পর্যায়ের সকল ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালকে ১০১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

এখন থেকে প্রতি মাসেই ভাতা পাবেন প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকরা

এখন থেকে প্রতি মাসে ভাতা পাবেন এফসিপিএস ও এমডি /এমএস কোর্সে ভর্তি হওয়া বেসরকারি প্রশিক্ষ ণার্থী চিকিৎসকরা। আগে ছয় মাস পরপর এই ভাতা দেওয়া হতো। সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে প্রতি মাসের ভাতা প্রতি মাসেই পরিশোধ করা হবে। বুধবার (১০ জুন) সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জুন) মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বাজেট -২ শাখার উপ-সচিব আলাউদ্দিন আলী র সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় , স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজিএইচএস) এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচা লকের উপস্থিতিতে ইন্টার্ন চিকিৎসক ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গত ৮ জুন এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছয়টি সিদ্ধান্ত সংবলিত একটি যৌথ বিবৃতি সই হয়। বিবৃতির ১ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এফসিপিএস

পার্ট-১ এবং এমডি/এমএস (ফেজ-১) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সকল বেসরকারি প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক ভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং এই ভাতা প্রতি মাসে পরিশোধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী , শর্ত পূরণকারী সকল বেসরকারি প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকদের ভাতা প্রতি মাসে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এতদিন নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকরা প্রতি ছয় মাস পরপর একসঙ্গে ছয় মাসের বকেয়া ভাতা পেতেন। দীর্ঘ সময় পর ভাতা পাওয়ার কারণে চিকিৎসকদের নিয়মিত জীবনযাত্রায় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নানা জটি লতা পোহাতে হতো। সরকারের এই নতুন আদেশের ফলে চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের একটি বড়ো সংকটের সমাধান হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

১ কোটি কর্মসংস্থানের জন্য নানা দেশে বাংলাদেশি কর্মীর চাহিদা যাচাই চলছে

এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। বুধবার (১০) বিকেলে সংসদ অধিবেশনে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধি ৭১-এর ওপর আনীত নোটিশের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতকে আরও সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের চাহি দা যাচাই করা হচ্ছে। তিনি জানান , স্বাধীনতার পর শ হিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জনশক্তি রপ্তানির ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। বিএনপি সরকারের আমলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত আরও সম্প্রসারিত হয় এবং ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন , বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশের ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ছয়টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ৫৫টি ট্রেডের ১৩০টি পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ৯টি বিদেশি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। তিনি জানান , ৫০টি উপজেলায় নতুন কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। বিদেশফেরত কর্মীদের পু নঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পুনরায় বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া `রেকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (আরপিএল), কর্মসূচির আওতায় দক্ষতার স্বীকৃতি ও সনদ দেওয়া হচ্ছে। নুরুল হক নুর আরও জানান, দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এক লাখ দক্ষ চালক তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একইসঙ্গে ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

দৃশ্যমান `বামনী ক্লোজার,, উপকৃত হবেন ৯ লাখ মানুষ

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বামনী নদী অববাহিকার বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত `বামনী ক্লোজার বাঁধ, এখন দৃশ্যমান। মঙ্গলবার (৯ জুন) অনেক স্রোত ও প্রতিকূলতার মাঝেও বাঁধটি দিতে সক্ষম হয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (পিডিএল)। স্থানীয়দের দাবি , বামনী নদীতে এ ক্লোজার বাঁধ স্থায়ী হলে আশপাশের ৯ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন। বুধবার (১০ জুন) দুপুরে সরেজমিন ওই এলাকায় গিয়ে দেখা যায় , নোয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এবং পিডিএল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শত শত শ্রমিক মেশিনের মাধ্যমে জিওব্যাগে বালু ভরে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করছেন। বাঁধের দুই পাশে বামনী নদীতে পানি থই থই করছে। এসময় বাঁধ দেখতে ডব্লিউডিবি, পিডিএলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন। পাউবো সূত্র বলছে, বাঁধটি রক্ষা হলে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙন প্রতিরোধ, নদীর স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং আশপাশের জনপদ, কৃষিজমি, মৎস্য খামার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা পাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনায় প্রশংসা সৌদি হজমন্ত্রীর

চলতি বছর বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছেন সৌদি আরবের হজ ও উমরাহমন্ত্রী তৌফিক বিন ফাউজান আল রাবিয়াহ। বুধবার (১০ জুন) ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সময় এ প্রশংসা করেন তিনি। সৌদি আরবের রিয়াদে দ্য পিলগ্রিমস এক্সপেরিয়েন্স প্রোগ্রাম সেন্টারে বৈঠকটি হয় বলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , সৌদি হজমন্ত্রী ধর্মমন্ত্রীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশের এ বছরের হজ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলতার প্রশংসা করে আগামীতে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বাংলাদেশের সহায়তা কামনা করেন। এছাড়া আগামী ২০২৭ সালের হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সৌদি সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি। এদিকে, ধর্মমন্ত্রী কায়কোবাদ সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনার অভুতপূর্ব উন্নয়নের জন্য সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি এবারের হজ ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের নিরাপত্তা , যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ , ভিড় ব্যবস্থাপনা, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, মাশায়েরে হাজি সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে হজ পালনের সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য

সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ , ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান এবং সৌদি হজ ও উমরাহমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ রিহাব)

হরমুজ প্রণালি বন্ধ ঘোষণা করলো ইরান

ইরানের বার্তা সংস্থা মেহের জানিয়েছে, ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ড থেকে সব ধরনের নৌযানের জন্য হরমুজ প্রণালি বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। খবর আল জাজিরার। বুধবার (১০ জুন) মেহের আরও জানিয়েছে, ইরানি সামরিক কমান্ড থেকে বলা হয়- এ প্রণালি অতিক্রমের চেষ্টা করলেই আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হতে হবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, আমেরিকা ইরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আবারও আত্মরক্ষার্থে হামলা শুরু করেছে। সেন্টকম আরও জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই এই হামলা চালানো হচ্ছে এবং এগুলো ইরানের অযাচিত আগ্রাসনের জবাব। সেন্টকমের এ ঘোষণা পর বার্তা সংস্থা মেহের ইরানের ফার্স নগরীতে বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। তারা আরও জানায়, শহরটির বাইরে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সচল করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১১.০৬.২০২৬ নারগীস)

দুই জাহাজে ইরানের হামলা, মুখোমুখি মার্কিন নৌবাহিনী

হরমুজ প্রণালি বন্ধ ঘোষণার পর এটি অতিক্রমের চেষ্টা করায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) দুটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। এদিকে, প্রণালিতে মার্কিন নৌবাহিনী ও আইআরজিসির নৌ-ইউনিটের মধ্যে তুমুল গোলাগুলি চলছে বলে জানা গেছে। খবর আল জাজিরার। এর আগে, বুধবার (১০ জুন) ইরানি সামরিক কমান্ড থেকে বলা হয়- এ প্রণালি অতিক্রমের চেষ্টা করলেই আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১১.০৬.২০২৬ নারগীস)

রেডিও টুডে

সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

অতীত চর্চা না করে , অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ (বুধবার, ১০ জুন) আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান । বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে ১৭৫ জন যারা শহিদ হয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের ও পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানাই। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের অবদানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।„ তিনি বলেন, ”জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নারী সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। „ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ”বাংলাদেশের একজন মেজর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। „ ২০০৯ সালে সশস্ত্র বাহিনীর ওপর সর্বগ্রাসী আঘাত এসেছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন , ”বিভিন্ন সময় সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে অপত ৎপরতা লক্ষ্য করেছি। ঐক্য বিনষ্টের তৎপরতা চলেছে। ২০০৯ সালে এমন ঘটনার ফল কী হয়েছিল , আমরা জানি।„ দেশ আমাদের সবার এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন , ”অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশে স্বমহিমায় নিজেদের গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সবাইকে দায়িত্ব যথাযথভা বে পালন করতে হবে। „ আমাদের হতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর এমনটি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন , ”পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে এআই , সাইবারসহ নানা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।„(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ এলিনা)

ভবিষ্যতের শান্তিরক্ষা মিশন হবে আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর : প্রধানমন্ত্রী

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও ভূ -রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের ভবিষ্যতের শান্তিরক্ষা মিশনগুলো আরও আধুনিক এবং প্রযুক্তি -নির্ভর হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের আত্মত্যাগ ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে উল্লেখ করে তিনি বলেন , বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবিক নিরাপত্তা রক্ষায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আস্থা ও নির্ভরতার অন্য এক নাম হয়ে উঠেছে। বুধবার (১০ জুন) সকালে ঢাকা সেনানিবাসের সে নাকুঞ্জে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের সাহস , দক্ষতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন , পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শান্তিরক্ষীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মিশনগুলোকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর আসা আঘাত এবং বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলের প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা স্মরণ করেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সেই দুঃসময় ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বমহিমায় নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে , তাকে কাজে লাগাতে হবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিশ্বশান্তি রক্ষায় দায়িত্ব পালনকালে নিহত ছয়জন শান্তিরক্ষীর পরিবার এবং আহত

সাতজন শান্তিরক্ষীর হাতে বিশেষ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। তাদের এই অবদান রাষ্ট্র ও জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ এলিনা)

`ই-হেলথ কার্ড, চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, `১৮০ দিনের মধ্যে ৫ জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে `ই-হেলথ কার্ড, চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।, বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে পাবনা -৫ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে প্র ধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, "১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় জনগণকে `ই-হেলথ কার্ড, প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিষয়ক একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮০ দিনের মধ্যে ৫টি জেলা যথাক্রমে খুলনা, নোয়াখালী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদীর জনসাধারণকে `ই-হেলথ কার্ড, সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হবে। „ তিনি বলেন, "এই `ই-হেলথ কার্ড, ইলেক্ট্রনিক রিফারেল সিস্টেম এবং ইলেক্ট্রনিক পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত থাকবে।„ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের নির্বাচ নি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮০ দিনের কর্মসূচি অগ্রাধিকারগুলো তুলে ধরেন। কর্মসূচিগুলো হলো- নারী প্রধানকে ফ্যামিলি কার্ডের পাইলটিং পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৩৬টি ইউনিটের ৬০ হাজার ৪৪টি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। `কৃষক কার্ড,-এর প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে দেশের ৮টি বিভাগের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলার ১১টি কৃষি ব্লকে এ পর্যন্ত ২০ হাজার ৭৪৮ জনকে কৃষক কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার শস্য, ফসল, পশুপালন ও মৎস্য খাতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করেছে। ৪ হাজার ৯০৮টি মসজিদ, ৯৯০টি মন্দির, ১৪৪টি বৌদ্ধ বিহার-প্যাগোডা এবং ৩৯৬টি গির্জায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ সুবিধা সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক-৬৬৬টি খাল খনন, পুনঃখনন কার্যক্রম চলমান। খনন /পুনঃখননকৃত খালের মোট দৈর্ঘ্য ৯৬৫.০৪ কিলোমিটার। ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বনায়ন সৃজনের অংশ হিসেবে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৩ কোটি ১৪ লাখ চারা রোপণ করা হবে। আগামী অর্থবছ রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ লাখ শিশুর মাঝে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলে পর্যায়ক্রমে `ওয়ান টিচার ওয়ান ট্যাব, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। ল্যাংগুয়েজ স্টুডেন্ট ভিসায় বিদ্যমান জামানতবিহীন ঋণ সীমা ৩ লাখ হতে ১০ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। জাপানগামী শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা প্রাপ্তির পূর্বেই সার্টিফিকেট অব ইলিজিবেলিটির ভিত্তিতে এ ঋণ প্রদান সহজীকরণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি ও নেট মিটারিংয়ের মাধ্য মে মোট ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ১২-১৪ বছরের শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে `নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬, কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এতে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, দাবা, সাঁতার ও মার্শাল আর্টসহ মোট ৮টি খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর আগে, বিকেল ৩টায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদে বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের প্রথম ৩০ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোপর্ব। প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত ছিল তারকা চিহ্নিত ৫টি প্রশ্ন। এর মধ্যে ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী তারকা চিহ্নিত তিনটি প্রশ্ন এবং বিভিন্ন সংসদ সদস্যের সম্পূরক প্রশ্নের জবাব দেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

প্রশাসনিক কাজে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদি হি নিশ্চিত করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় ও প্রথম বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন কুমিল্লা -৯ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালামের এক প্রশ্নোত্তরে তিনি এসব কথা বলেন। বিকেল ৩টায় শুরু হওয়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম সভাপতিত্ব করছেন। কুমিল্লা-৯ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম প্রধানমন্ত্রীর উদ্দে শ্যে প্রশ্ন রেখে বলেন, সম্প্রতি আপনি জেলা প্রশাসক সম্মেলনে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ব্যাপারে কড়া সতর্কবার্তাসহ জনস্বার্থে অনেকগুলো নির্দে শনা প্রদান করেছেন। জনস্বার্থে আপনার এই নির্দেশনাগুলো কী কী? জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৬-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও কমিশনারদের বেশ কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স -নীতি অনুসরণপূর্বক প্রতিরোধমূলক ও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক জটিলতা পরিহার করে দ্রুত বাস্তবসম্মত ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নিয়োগ, বদলি ও পদায়নে সততা, মেধা ও দক্ষতাকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কা রমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত করতে হবে। আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইন -শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারি সেবা প্রদান হয়রানিমুক্ত , বিলম্বমুক্ত ও স্বচ্ছ রাখতে কঠোর তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশবাসীর মাথাপিছু আয় বেড়ে ৩ হাজার ২০ মার্কিন ডলার হয়েছে, যা টাকার হিসাবে ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭৩ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ১৫ পয়সা ধরে)। গত অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৭৬৯ মার্কিন ডলার। এ হিসাবে বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২৫১ মার্কিন ডলার। এদিকে দেশজ উৎপাদন, অর্থাৎ অর্থনীতির আকারও ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৫০১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, আজ বুধবার এসব তথ্য প্রকাশ করে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী , বিনিয়োগ ও সঞ্চয় স্থবিরতার মধ্যেও চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ। খাতভেদে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেবা খাতে। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ ছাড়া শিল্পে ২ দশমিক ৮৬ এবং কৃষিতে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় কৃষি ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি কমলেও শিল্প খাতে বেড়েছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

৫২৩ কোটি টাকার টিএসপি সার কিনবে সরকার

মরক্কো থেকে ৬০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানির প্রস্তাবে অনুমোদনের সুপারিশ করেছে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। জানা গেছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কোর ওসিপি ন্যুট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় দুটি পৃথক লটে এই সার ক্রয় করা হবে। এতে মোট ব্যয় হবে ৫২২ কোটি ৯৪ লাখ ৮৫ হাজার ১৭৫ টাকা। বুধবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানি করা হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫৪ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা। প্রতি টনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৮৮ মার্কিন ডলার। মরক্কোর ওসিপি ন্যুট্রিক্রপস থেকে এই সার কেনা হবে। অন্য এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মরক্কোর ওসিপি ন্যু ট্রিক্রপস থেকে ৩০ হাজার টন টিএসপি সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ২৬৮ কোটি ৫৬ লাখ ৫ হাজার ১৭৫ টাকা। প্রতি টনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৭২৬ দশমিক ৩৩ মার্কিন ডলার।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৪০৪ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সই সরকারের

দেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৪০ কোটি ৪০ লাখ বা ৪০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ ও অনুদান চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ সরকার। বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। চুক্তির আওতায়, বিশ্বব্যাংক ২৮৪.৭০ মিলিয়ন এসডিআর, যা প্রায় ৩৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ঋণ হিসেবে প্রদান করবে। এর পাশাপাশি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি থেকে আরো ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে। প্রকল্প দুটির উদ্দেশ্য হলো সা রা দেশে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবার মান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা জোরদারকরণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যকারিতা ও সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেবার গুণগত সম্প্রসারণ, দক্ষতা ও সমতা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থা ও পরিচালন কাঠামোকে শক্তিশালী করা। `হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন সার্ভিসেস ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড সিস্টেম স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট ,- নামের প্রথম প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। জলবায়ু -সহনশীল প্রজনন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেবা সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

অনার্স কোর্স থেকে বাংলা ও ইতিহাস বাদ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই

অনার্স কোর্স থেকে বাংলা , দর্শন ও ইতিহাসের মতো মৌ লিক বিষয়গুলো বাদ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড . আ ন ম এহছানুল হক মিলন। মঙ্গলবার সচিবালয়ে একনেক সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ সংক্রান্ত ছড়ানো গুজবের বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ”উচ্চশিক্ষায় অনার্স কোর্স থেকে বাংলা , দর্শন ও ইতিহাস বাদ দেও য়ার মতো কোনো আলোচনা আমাদের নীতি -নির্ধারণী পর্যায়ে কোথাও হয়নি। এমনকি আমার জানামতে এমন কোনো প্রস্তাবও নেই। এগুলো পুরোপুরি ভিত্তিহীন তথ্য। „ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান সংস্কার ও অগ্রাধিকা রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন , ”আমরা মূলত কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিচ্ছি। যুগের চাহিদা এবং বৈশ্বিক বাজারের যে চাহিদা , সেই অনুযায়ী নতুন নতুন সাবজেক্ট ও কোর্স কারিকুলামে যুক্ত করা হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমির মধ্যে সংযোগ কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে কাজ চলছে।„ মন্ত্রী আরও বলেন , বাজার চাহিদার আলোকে নতুন কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা বা

কারিকুলামের আধুনিকায়নের সাথে ঐতিহ্যবাহী ও মৌলিক বিষয়গুলো বাদ দেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একাডেমিক কাউন্সিলে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই কারিকুলাম পরিমার্জন ও শিক্ষক সংকট দূরীকরণের কাজ চলমান রয়েছে। ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে কান না দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১০.০৬.২০২৬ এলিনা)

পাঠ্যবইয়ে শহিদ জিয়া ও ওসমান হাদীর বীরত্বগাঁথা অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত

আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে নবম -দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য পাঠ্যবইয়ে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নতুন একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নে ওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে শরিফ ওসমান বিন হাদীর বীরত্ব গাঁথাও তুলে ধরা হবে। বুধবার জা তীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই পরিমার্জনসংক্রান্ত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষা সচিবের পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব আবু আবদুল্লাহ এম ছালেহ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এর অংশ হিসেবে নবম -দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে শ হিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের লেখা `একটি জাতির জন্ম, এবং `স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি, শীর্ষক দুটি প্রবন্ধের আলোকে নতুন পাঠ প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখসারি র যোদ্ধা শ রিফ ওসমান বিন হাদীকে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ২০২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমে তার বীরত্ব গাঁথা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। জানা গেছে , পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের `আমরা তোমাদের ভুলব না , অধ্যায়ে তিতুমীর, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নূর হোসেন, আবু সাঈদ ও মুগ্ধকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে , একই ধরনের বিন্যাসে শরিফ ওসমান বিন হাদীকেও অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

নারী-শিশু নির্যাতনের মামলার ডেথ রেফারেন্স দ্রুত নিষ্পত্তিতে আলাদা বেঞ্চ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় অধস্তন আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণে এবং এ সংক্রান্ত আপিল দ্রুত শুনানির জন্য হাইকোর্টে আলাদা বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। বুধবার বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে এই বেঞ্চ গঠন করে সুপ্রিমকোর্টের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী রবিবার থেকে এই বেঞ্চের কার্যক্রম শুরু হবে বলে প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর স্বাক্ষরিত গঠনবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৪ ধারার বিধান অনুযায়ী, অধস্তন আদালতে কোনো আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় হলে তা কার্যকরে উচ্চ আদালতের অনুমোদন ও শুনানি হতে হয়। এজন্য অধস্তন আদালতের রায়ের অনুলিপি ও মামলার নথি হাইকোর্টে পাঠানো হলে এটি ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) হিসেবে নথিভুক্ত এ বং শুনানির জন্য পেপারবুক (মামলার রায়সহ যাবতীয় নথি) প্রস্তুত হয়। পা শাপাশি কারাগারে থাকা আসামি হাই কোর্টে আপিল কিংবা জেল আপিলের সুযোগ পান। সুপ্রিমকোর্টের গত ১০ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডেথ রেফারেন্স হিসেবে নথিভুক্ত হওয়া এসব মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুত হতে সম য় লাগে পাঁচ বছরের বেশি। বর্তমানে হাইকোর্টের পৃথক চার বেঞ্চে ২০১৮ সালে নথিভুক্ত হওয়া ডেথ রেফারেন্স মামলার শুনানি চলছে বলে সুপ্রিম কোর্ট সূত্র জানিয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

নতুন পে-স্কেলের জন্য আপাতত আলাদা বরাদ্দ থাকছে না: অর্থ মন্ত্রণালয়

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো আংশিকভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা থাকলেও আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এ খাতে আলাদা কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হচ্ছে না। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান অন্য খাতের থোক বরাদ্দ ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ সংরক্ষিত অর্থ থেকেই করা হবে। প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারি কর্মকর্তা -কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ মোট ৮৯ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতনের জন্য ১৩ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা, কর্মচারীদের বেতনের জন্য ৩০ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন ধরনের ভাতা বাবদ ৪৪ হাজার ৮৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মূল বাজেটে বেতন -ভাতা খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৪ হাজার ১১৪ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে বেড়ে ৮৪ হাজার ৭৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সং শ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আগামী অর্থবছরের শুরু অর্থাৎ জুলাই থেকেই নতুন বেতন কাঠামো আংশিকভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মূল বেতন বৃদ্ধির প্রায় অর্ধেক সুবিধা কার্যকর করা হতে পারে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত পে কমিশন যে সুপারিশ করেছিল , তা সরাসরি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কম। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ :১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

লালন মাজারে অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মাদক ব্যবসা চলে: আমির হামজা

কুষ্টিয়ার লালন সাঁইয়ের মাজার প্রাঙ্গণ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উঠে এসেছে জাতীয় সংসদে। লালন মাজারে সংস্কৃতির আড়ালে অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মাদকের কারবার চলছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আমির হামজা। এই প্রেক্ষিতে তিনি মাজার এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। বুধবার জাতীয় সংসদে আমির হামজা বলেন , লালন সাঁইয়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাজার এলাকায় ছয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই অনুষ্ঠানের আড়ালে এবং প্রশাসনের পাহারায় সেখানে অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মাদক ব্যবসা চলে। তিনি এই মাজার এলাকাকে মাদকমুক্ত করার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন , শুধু লালন মাজারই নয় , সরকার পুরো দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মাদক নির্মূলে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে এবং সামগ্রিক উন্নতির মাধ্যমেই একটি সমাজকে পুরোপুরি মাদকমুক্ত করা সম্ভব। সংসদ অধিবেশনে মন্ত্রী বিগত সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন , বিগত ১৮ বছর ছিল দেশের ইতিহাসে একটি অন্ধকার যুগ , যেখানে মাদক দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতা সরাসরি মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি দাবি করেন। মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে , বিগত সরকার দেশের শিক্ষা , সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে সমাজকে একটি অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১০.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

TRUMP AND IRAN TRADE NEW THREATS AFTER STRIKES EXCHANGED

US President Donald Trump and Iran's senior officials have traded new threats of further action, after the two sides exchanged strikes. Trump said Tehran had taken "too long to negotiate a deal" and would now "have to pay the price", without giving specific details. He said Iran had been "completely defeated" and was "all talk and no action". It came after Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi earlier warned his country would "leave no attack or threat unanswered", saying that the US had suffered "defeats on the battlefield". The US said it struck Iranian sites on Wednesday after a US army helicopter was downed in the Gulf. In response, Iran launched strikes at US bases in the region.
(BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

US STRIKES IRAN IN RESPONSE TO DOWNING OF MILITARY HELICOPTER

The US says it has carried out a series of strikes on Iranian military and surveillance sites in response to the downing of an American helicopter in the Gulf. Air defence systems, ground control stations and radar sites were targeted near the Strait of Hormuz, the US military Central Command (Centcom) said. In response, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it launched strikes on 21 targets at US bases in the region, one in Bahrain and the other in Jordan, while Kuwait's army said it was also intercepting an attack. The US has described its strikes as "a proportional response" for the Apache helicopter downing on Monday, while the IRGC described the attacks as "vicious".
(BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

WORLD CUP REFEREE DENIED US ENTRY ARRIVES HOME TO HERO'S WELCOME IN SOMALIA

Referee Omar Artan has vowed to officiate at the 2030 World Cup after arriving home in Somalia following his ban from entering the United States. The 34-year-old - Africa's referee of the year in 2025 - was set to be the first Somali to referee at a World Cup finals but was denied entry at Miami International Airport on Monday despite holding a diplomatic passport and a single entry US visa. No reason for his repatriation has been given by US immigration authorities, but Somalia is one of several countries on a travel ban list introduced by President Donald Trump. He arrived back in Somalia on Wednesday, landing at Aden Adde International Airport in Mogadishu where he was greeted by government officials and representatives of the Somali Football Federation, as well as fellow referees and local residents. (BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

MANHUNT UNDER WAY IN SOUTH AFRICA AFTER 12 KILLED IN MASS SHOOTING IN JOHANNESBURG

Police in South Africa have launched a manhunt after 12 people were killed in a mass shooting at an informal settlement in Johannesburg. At least 10 suspects, heavily armed with rifles, entered the Jumpers Informal Settlement in the suburb of Cleveland late on Tuesday

night and opened fire before fleeing in a white vehicle, police said. The motive for what police called a "heartless" and "barbaric" attack, in which another nine people were injured, is still being investigated. Members of the Jumper's community believe the shooting may be linked to a turf war between groups of illegal miners living in the area. Illegal mining has been on the increase in South Africa, which has one of the highest murder rates in the world. Shootings in informal settlements are not uncommon, sometimes linked to gang violence and personal disputes. (BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

PAKISTAN LAUNCHES DEADLY AIR STRIKES IN AFGHANISTAN, REIGNITING TENSIONS

Pakistan has launched deadly air strikes along its border with Afghanistan, breaking months of relative calm in the restive region. Information Minister Attaullah Tarar said on Wednesday that four targets had been destroyed in "calibrated strikes" that had killed 26 militants. Afghanistan's Taliban government earlier said 13 people, including 11 children, were killed in Pakistani strikes in three provinces. Pakistan has long accused Afghanistan of harbouring terrorists who carry out attacks on Pakistani soil, a calm the Taliban government rejects. The latest escalation is the first since February, when fighting at the border left hundreds dead. The two countries had agreed a ceasefire last October following weeks of deadly clashes. Pakistani Information Minister Attaullah Tarar said the strikes were in response to "recent terrorist incidents in Pakistan" and that they targeted "hideouts and safe havens" on the border, including a training centre and an ammunition cache.
(BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

ZELENSKY UNDER PRESSURE TO END ROW WITH POLAND OVER WW2 NAME OF ARMY UNIT

Ukraine is facing a major diplomatic fallout with key ally Poland, after Kyiv decided to name a military unit after controversial World War Two fighters, reopening a painful chapter from the past. Polish President Karol Nawrocki is considering stripping Ukraine's Volodymyr Zelensky of the country's highest state honour, the Order of the White Eagle. Nawrocki has already consulted with the council of the order and says he will decide whether to revoke the honour "in due course". The spat began when Zelensky issued a decree late last month naming a military unit of the Special Operations Forces after the Ukrainian Insurgent Army (UPA), which existed in the 1940s and 1950s. Many in Ukraine regard the UPA's members as heroes who fought for Ukrainian independence against the Soviet Red Army as well as Nazi Germany and Polish authorities. So for Ukrainians the title "Heroes of the Ukrainian Insurgent Army" is a major honour. (BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

NASA NAMES NEXT ASTRONAUTS FOR ARTEMIS MOON PROGRAMME

NASA has named its crew for its next major Moon mission, Artemis lll, though the astronauts will not walk on the Moon or go anywhere near it. The mission was originally planned as the first crewed lunar landing since Apollo 17 in 1972, with two astronauts due to set down near the Moon's south pole and spend a week on the surface. But in February, Nasa changed that plan and said the mission would fly only in low Earth orbit, barely deeper in space than the International Space Station, and dock with prototype lunar landers. Nasa's Administrator Jared Isaacman said the mission would nevertheless be the most complex ever. Randy Bresnik, a Nasa astronaut, will serve as the mission's commander. Luca Parmitano, of the European Space Agency, will be the pilot of Artemis lll. He's spent more than 300 days in space. Americans Andre Douglas and Frank Rubio will be the mission specialists. Bob Heintz will serve as a backup crew member. (BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

UKRAINE SAYS MISSILES HIT MILITARY PLANT DEEP INSIDE RUSSIA

Ukrainian forces have carried out a missile attack deep inside Russia, hitting a major military plant overnight, President Volodymyr Zelensky has said. He said FP-5 Flamingo cruise missiles struck the drone and missile plant in the city of Cheboksary, in the Chuvash Republic, more than 900km from the front line. Local officials say said three people were injured in a missile attack on the city. Ukraine also said it had hit the Moscow-occupied port of Mariupol on the Sea of Azov, a Russian oil refinery in Samara and a "shadow fleet" oil tanker in the Black Sea. In recent months, Ukraine's military has intensified its drone strikes on key facilities across Russia. Kyiv says energy sites are legitimate targets, as they allow Moscow to continue its war effort. However, missile attacks deep inside Russia have been rare. (BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

TWO REPORTEDLY KILLED AS WOMEN TAKE PART IN RARE PROTEST IN AFGHANISTAN

Taliban police used live fire to disperse a rare protest against the detention of women accused of violating strict Islamic dress codes in the western Afghan city of Herat, witnesses and protesters said. Medics told the BBC two people died, but did not specify how. A number of others at the protest were injured. Both men and women had taken to the streets days after local Taliban government officials reportedly began arresting women perceived to be "improperly wearing the hijab". Police in Herat denied there had been any deaths, but have acknowledged they responded to the protest, telling the BBC that officers had "taken action to ensure security and maintain public order". (BBC News Web Page: 10/06/26, FARUK)

:: THE END ::